অদ্বৈত মতের সমালোচনা।

চৈতন্য লাইব্রেরি সম্পর্কীয় সভার ১৮১৮ শক, ২৮ অগ্রহায়ণের

বিশেষ অধিবেশনে

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

অগ্রহায়ণ ১৩০৩।

30 NOV 14
1911

অশুদ্ধশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৯	গূঢ়	নিগূঢ়
৫	১০	নিছিল	ছিল

82. Jc 882.12[3]

ওঁ

অদ্বৈত মতের সমালোচনা।

আমাদের দেশের দার্শনিক সম্প্রদায়দিগের মধ্যে অনেক কাল হইতে অদ্বৈতবাদ একাধিপত্য করিতেছে। সম্প্রতি আবার অবিদ্যা-বাদ (agnosticism) নামক ঠিক্ তাহার বিপরীত কোটি (ইংরাজিতে যাহাকে বলে opposite pole) তাহা নব্য কৃত-বিদ্য সমাজে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আমি সত্যের অন্বেষণে চলিয়াছি;—অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাওয়াই জীবের পরম পুরুষার্থ: অবিদ্যা-বাদী (agnostic) বলিতেছেন পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন-যাত্রা সুনির্ব্বাহ করাই জীবের পরম পুরুষার্থ। উভয়ই শ্রদ্ধেয় প্রবীন পথপ্রদর্শক। কাহার কথা শুনিয়া কোন্ পথে চলিব? পৃথিবীর কেন্দ্রানুগ বিচেষ্টা (অর্থাৎ centripetal tendency) পৃথিবীকে সূর্য্যে বিলীন হইবার দিকে টানিতেছে; তাহার কেন্দ্রাতিগ বিচেষ্টা (centrifugal tendency) তাহাকে সূর্য্যের সহিত একেবারেই সম্বন্ধ রহিত করিবার দিকে প্রধাবিত করিতেছে। পৃথিবী কাহার কথা শুনিবে? কেন্দ্রানুগের কথা শুনিয়া সূর্য্যে বিলীন হইয়া যাইবে? না কেন্দ্রাতিগের কথা শুনিয়া দূরতর আকাশে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে? এরূপ অবস্থায় পৃথিবী কি করে? পৃথিবী বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই কথা এক সঙ্গে শিরোধার্য্য করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে;—আর, সেই সূত্রে সূর্য্য হইতে

জ্যোতি এবং জীবন পাইয়া ক্রমশই নব নব শ্রী সৌন্দর্য্য এবং কল্যাণে সমৃদ্ধ হইতে থাকে। আমাদেরও এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সত্যের পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া—অদ্বৈতবাদের প্রদর্শিত একদিক্-ঘেঁসা সত্যের স্রোতে অথবা অবিদ্যা-বাদীর প্রদর্শিত আর-একদিক্ ঘেঁসা সত্যের স্রোতে হাল ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া চলিলে জনসমাজের পদে পদে দুর্গতি আশঙ্কনীয়। যদি দুর্গতির আশঙ্কা না থাকিত—বাদী অথবা প্রতিবাদীর একদিক্ ঘেঁসা সত্য শিরোধার্য্য করিয়া চলিলে জন-সমাজের যদি তাহাতে অবনতি না হইয়া উন্নতি হইত, তবে বর্ত্তমান সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আমার কোনো আবশ্যকতা ছিল না। বিশেষতঃ এ সভায়—যেখানে দুই তিন মাস অন্তর সুযোগ্য বিদ্বান্ মহোদয়েরা লোকহিত-ভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধ পাঠ এবং বক্তৃতা উদীরণ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মোহ বিনাশ করেন—এসভায় আমি যদি আজ অনর্থক কতকগুলা সাম্প্রদায়িক বাদ-বিতণ্ডা, লোকে যাহাকে বলে ঢেঁকির কচকচি, তাহা উত্থাপন করিয়া শ্রোতৃবর্গের কাণ ঝালাফালা করি, তবে তাঁহাদের সৌজন্য এবং সহিষ্ণুতাকে কঠিন পরীক্ষার দায়ে ফেলিয়া তাঁহাদের নিকট আমি মহা অপরাধী হইব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু একদিকে যখন দেখি যে, অদ্বৈতমত নিরীহ ভারতের লোকদিগের হৃদয়ের রস কস উৎসাহ উদ্যম শোষণ করিয়া তাহাদিগকে ভাল মন্দ সমস্ত বিষয়ে উদাসীন করিয়া গড়িয়া তোলে; তেমনি আর একদিকে যখন দেখি যে, অবিদ্যাবাদ মনুষ্যের অনন্ত উন্নতি-স্পৃহাকে পদতলে দলিয়া ধূলিরাশিতে পরিণত করে; তখন আমি এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই না যে, ঐরূপ লোকপ্রচলিত দার্শনিক অতিবাদ-সকলের সত্যাসত্য কতদূর তাহা তলাইয়া দেখা দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এইরূপ কর্ত্তব্য-বোধের বর্শে

আবৃত হইয়া আমি আজ আপনাদের সহিত অদ্বৈতমতের সমালোচনায় সাহস পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছি।

মূল সত্য এক বই দুই নহে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সত্যের এইরূপ মৌলিক একত্ব আমরা কোথা হইতে প্রাপ্ত হই? তাহার চাবি আমাদের প্রতি জনের গাঁটে রহিয়াছে;—কি? না আত্মা। আপনাকে কেহই একছাড়া দুই বলিয়া জানিতে পারে না। আমরা আপন আত্মার আদর্শ অনুসারে অন্যের আত্মার একত্ব উপলব্ধি করি; আর, তাহারই আদর্শ অনুসারে আমরা পরমাত্মার অসীম দেশকালব্যাপী মহান্ একত্ব উপলব্ধি করি। পরমাত্মার একত্ব এক দিকে যেমন আমরা আত্মা দ্বারা উপলব্ধি করি, আর একদিকে তেমনি ইন্দ্রিয়-দ্বারা সর্ব্বত্রই তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হই। আমরা দেখি যে সজাতীয় বিজাতীয় সমস্ত জীবজন্তু এক ছাঁচে গঠিত; সজাতীয় বিজাতীয় সমস্ত উদ্ভিদ এক ছাঁচে গঠিত। দেখি যে, উদ্ভিদ্ এবং জীব উভয়-শ্রেণীই একই প্রকার কতকগুলি মূল নিয়মের অধীনে জন্মগ্রহণ করে, বর্দ্ধিত হয়, বিকসিত হয় এবং বিলীন হয়। তাহার আরো নিম্নে তলাইয়া দেখি যে, উদ্ভিদের বীজ যেমন গোলাকৃতি, জীবের অণ্ড তেমনি গোলাকৃতি, পৃথিবী গ্রহ চন্দ্রাদি বৃহদায়তন জড়পিণ্ড-সকল তেমনি গোলাকৃতি;—জড় উদ্ভিদ্ এবং জীবের আদিম উপাদান একই ছাঁচে গঠিত। আরো এই দেখি যে, জীবশরীরের সারভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত-গোলিকার চক্রাকৃতি নাড়ীপথ, এবং আকাশগামী গ্রহচন্দ্রাদির অনাবৃত গতিপথ একই ছাঁচে গঠিত। আকাশে এ যেমন একত্বের চক্রানুচক্র সর্ব্বত্রই ঘূর্ণায়মান দেখি, কালেও তাহাই দেখি; দেখি যে, বৎসরের দুই পক্ষ উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ, মাসের দুই পক্ষ শুক্ল কৃষ্ণ, দিনের দুই পক্ষ অহোরাত্র, ক্ষণের দুই পক্ষ নিশ্বাস-কাল প্রশ্বাস-কাল সকলই একই ছন্দে ঘূর্ণায়মান। এইরূপ

যখন দেখি যে, অসীম দেশ-কালের সমস্ত ঘটনা একই অপরিমেয় মহান্ কুলাল চক্রে পরিগঠিত হইতেছে, তখন আমাদের মনের অভ্যন্তরে আপনা হইতেই ধ্বনিত হইয়া উঠে—একমেবাদ্বিতীয়ং। কিন্তু ইন্দ্রিয়-মনের দ্বার দিয়া আমরা নূতন কিছুই দেখি না—আত্মা দ্বারা যাহা দেখিয়াছিলাম তাহারই প্রতিবিম্ব দেখি। আমার আত্মার আদর্শ অনু-সারে আমি যেমন তোমার আত্মার একত্ব স্থিররূপে উপলব্ধি করি, তাহারই আদর্শ অনুসারে তেমনিই স্থিররূপে সর্ব্বজগদ্ব্যাপী মহান্ আত্মার একত্ব উপলব্ধি করি। আবার,আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা তোমার কার্য্যাদি দর্শনে আমি যেমন তোমার আত্মার একত্বের পোষকতা পাই, তেমনি জগৎকার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা পরমাত্মার মহান্ একত্বের পোষকতা পাই। ইহা ব্যতীত, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ দৃষ্টিতে দেখেন যে, সমস্ত সৌর জগৎ একসময়ে সূর্য্যের সহিত একীভূত ছিল; সূর্য্য অন্তর-তর দ্বিতীয় সূর্য্যের সহিত একীভূত ছিল; দ্বিতীয় সূর্য্য আরো অন্তরতর তৃতীয় সূর্য্যের সহিত একীভূত ছিল;—এইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোন্ আদিকালে অন্তর হইতে অন্তরে কোথায় প্রবিষ্ট ছিল তাহার বাষ্পেরও সন্ধান কেহই বলিতে পারে না। আবার, আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা বৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ধ্যান দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন (যাঁহারা সাঁতার জানেন তাঁহাদের সোলা আবশ্যক হয় না, তেমনি তাঁহাদের দূরবীক্ষণ আবশ্যক হয় নাই—নিছক ধ্যান-দৃষ্টিতে দেখিয়া ছিলেন) যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম সূর্য্যে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একীভূত ছিল। সে সূর্য্য জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতা পরমেশ্বরের ঐশী শক্তি। সে শক্তি কল্পনা চক্ষে দেখিতে গেলে এমনি সূক্ষ্ম যে, "নাসদাসীৎ ন সদাসীৎ" "সদসদ্‌ভ্যাং অনির্ব্বচনীয়া" তাহা আছে কি নাই তাহা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারা যায় না;—

কিন্তু জ্ঞান-চক্ষে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা যেমন মহা সূক্ষ্ম তেমনি তাহা মহা পরাক্রম-শালী ;—তাহা অনির্ব্বচনীয় গম্ভীর অন্তঃসারে পরিপূর্ণ ;—তাহার ভিতরে জ্ঞান জাগিতেছে—প্রেম জাগিতেছে—ন্যায় জাগিতেছে—করুণা জাগিতেছে, অপরিসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং তাহাতে যাহা কিছু হইয়াছে, হইতেছে, এবং হইবে, সমস্তই তাহার অন্তর্ভূত। আমাদের দেশের পুরাতন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পরমাত্মার অতলস্পর্শ গভীর এবং অপরিমেয় মহান্ একমেবাদ্বিতীয়ং ভাব ধ্যানে উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন যে, সৃষ্টি যখন হয় নাই,—যখন আর কিছুই ছিল না—মহা এক অন্ধকারের অভ্যন্তরে অন্ধকার গূঢ় ছিল—তখন "প্রাণীদবাতং" একাকী পরমাত্মার বায়ুবিহীন নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছিল। বায়ু-বিহীন নিশ্বাস-প্রশ্বাস কবিতার পরাকাষ্ঠা কিন্তু তাহা কবিতা-মাত্র নহে—তাহা অনির্ব্বচনীয় গভীর সত্য। মহাদেবের যোগাবস্থার বর্ণনা-কালে মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন

"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহং
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং"

বৃষ্টির উপক্রম হয় নাই এমন জলদজাল, তরঙ্গ উঠে নাই এমন মহাসাগর ;—মনে কর বর্ষার প্রারম্ভে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন ;—বৃষ্টির সমস্ত জোগাড় হইয়াছে কেবল তাহার পতন-মাত্র অবশিষ্ট ; সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গের সমস্ত পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখা দিয়াছে—কিন্তু সমুদ্র এখন স্থির। বৃষ্টি হয়-হয়—কিন্তু এখনো হয় নাই ; বৃষ্টির পতন এইরূপ হয় এবং নয়ের মধ্যে দোলায়মান। কারণকে আশ্রয় করিয়া থাকা এবং কার্য্যে অভিব্যক্ত হওয়া এই দুয়ের মধ্যে কার্য্যোৎপাদিকা-শক্তির এই যে দোলায়মান ভাব—ইহাই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত উপমেয়। কঠিন প্রস্তরের মধ্যেও আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তির নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, আর, তাহারই অদৃশ্য প্রভাবে সেই প্রস্ত-

রের ক্রোড়-স্থিত বৃক্ষ বীজ হইতে অঙ্কুর নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। "প্রাণীদবাতং" "বায়ুবিহীন নিশ্বাস-প্রশ্বাস" এই পুরাতন ঋষি বাক্য-টির অভ্যন্তরে কি অকথিত মহাপুরাণ জাগিতেছে—যাঁহার কবির কর্ণ তিনিই তাহা শুনিতে পা'ন। পরমাত্মার এইরূপ অসীম-শক্তি-পরি-পূর্ণ গম্ভীর একত্ব, যাহা বেদোপনিষদে বহুধা গীত হইয়াছে, আমা-দের দেশীয় ভাষায় তাহার নাম সগুণ একত্ব এবং জর্ম্মান দেশীয় সুবিখ্যাত দর্শনকার কাণ্টের ভাষায় তাহার নাম Synthetic unity। গুণ-শব্দের মুখ্য অর্থ রজ্জু;—ঈশ্বরের ঐশী শক্তি সমস্ত-জগতের বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে

"স সেতু র্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়"

লোকভঙ্গ নিবারণার্থে ঈশ্বর সেতু স্বরূপে (অর্থাৎ বাঁধের মতন) সমস্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সমস্ত জগতের বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ ঈশ্বরের ঐশীশক্তি আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের মতানুসারে তিন অবয়বে বিভক্ত—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ। যেমন জড়ত্ব এবং জড়তা এ দুই শব্দের অবিকল একই অর্থ—সত্ত্ব এবং সত্তা এ দুই শব্দেরও তাই। কালে যাহার পরিবর্তন হয় না, যাহা চিরকাল যাহা আছে তাহাই আছে, তাহারই নাম সৎ অর্থাৎ নিত্য সত্য। সেই সৎকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু কালে প্রকাশিত হয় তাহাতে সেই সতের স্থায়িত্ব লক্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তে বলিয়া আমরা বলি যে তাহার সত্তা আছে অথবা সত্ত্ব আছে। সৎ অপরিবর্ত্তনীয় কিন্তু সৎকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু আবির্ভূত হয় তাহা পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তন-শীল ঘটনাতে সতের প্রকাশও আছে—সত্ত্বও আছে, প্রকাশের প্রতিবন্ধকও আছে—তমোও আছে, এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রম করি-বার চেষ্টাও আছে—রজোও আছে। মুকুলেতে পুষ্পের ভাব কতক অংশে প্রকাশ পাইতেছে যেমন—তেমনি প্রকাশের প্রতিবন্ধকও

বর্ত্তমান আছে, আর, সেই সঙ্গে প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টাও বর্ত্তমান আছে; কেন না প্রকাশের যদি প্রতিবন্ধক না থাকিত তবে মুকুল এক মুহূর্ত্তেই পূর্ণ-বিকসিত পুষ্প হইয়া উঠিত; আর, যদি সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা না থাকিত তবে মুকুল অল্পে অল্পে বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে পারিত না। মুকুলেতে পুষ্পের ভাব যাহা কিয়দংশে প্রকাশ পাইতেছে, সেই প্রকাশের ভাবই সত্ত্বগুণ. সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধক যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে তাহাই তমোগুণ; আর, সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা যাহা তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে তাহাই রজোগুণ। এ যাহা আমি বলিতেছি ইহা আমার ঘর-গড়া কথা নহে। আমাদের দেশের পুরাণ তন্ত্র দর্শন সকলেই আমার ঐ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া একবাক্যে বলিয়াছেন যে, সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক, রজোগুণ চেষ্টাত্মক; আর, তমোগুণ যে প্রকাশের প্রতিবন্ধক তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। শাস্ত্রে দুইরূপ কথা আছে; এক রূপ কথা ঐ যাহা বলিলাম,—কি? না সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক, রজোগুণ চেষ্টাত্মক, তমোগুণ প্রতিবন্ধকতাত্মক। আর একরূপ কথা এই যে, সত্ত্বগুণ সুখাত্মক, রজোগুণ দুঃখাত্মক, তমোগুণ বিষাদাত্মক অর্থাৎ অবসাদাত্মক। এ দুইরূপ কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা দুই কথা নহে—তাহা একই কথার এপিট ও পিট। মনে কর এক জন কবির মনোমধ্যে একটি ভাবের উদয় হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহা হাতে কলমে প্রকাশ করিতে না পারিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। প্রকাশের প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে বিষাদের এইরূপ ঘণিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতঃপর মনে কর যে, কবি সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তাঁহার মনের ভাব কায়ক্লেশে প্রকাশ করিতেছেন। ইহা একটি কষ্টকর ব্যাপার তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার পরে মনে কর যে, তিনি তাঁহার মনের

ভাব সম্যক্ রূপে ব্যক্ত করিয়া সফল-মনোরথ হইলেন। ইহাতে তাঁহার কত না আনন্দ হইল! অতএব যাহা প্রকাশাত্মক তাহা সুখাত্মক, যাহা চেষ্টাত্মক তাহা দুঃখাত্মক, যাহা প্রতিবন্ধকতাত্মক তাহা বিষাদাত্মক – এ কথা খুবই সত্য। এতদ্ব্যতীত, শাস্ত্রের আর একটি কথা এই যে, সত্ত্বরজ এবং তমোগুণ জগতের আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত; কিন্তু তাহাদের কোনোটি কোথাও অপর দুইটির সঙ্গ ছাড়িয়া একাকী অবস্থিতি করে না; তিন গুণ বিশেষ বিশেষ বস্তুতে এবং এক এক বস্তুর বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ পরিমাণে মিলিয়া মিশিয়া এক সঙ্গে অবস্থিতি করে। জ্ঞানালোকের প্রকাশ – সত্ত্বগুণ—প্রকৃতির নিগূঢ় অন্তরের কথা; সে কথা তিনি জগৎ-পুস্তকের গোড়ার অধ্যায়ে অতীব অস্ফুট-রূপে ইঙ্গিত করেন মাত্র—শেষের অধ্যায়ে তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলেন। প্রকৃতির সেই যে অন্তরের কথা—সত্ত্বগুণ বা জ্ঞানালোক—প্রস্তর-পাষাণাদিতে তাহার প্রকাশও যেমন অল্প, প্রকাশের চেষ্টাও তেমনি অল্প; এত অল্প যে নাই বলিলেই হয়। প্রস্তর পাষাণাদিতে প্রকাশের প্রতিবন্ধকতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এই কারণে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রস্তর পাষাণাদি তমোগুণ-প্রধান। জীবজন্তুতে জ্ঞানালোকের প্রকাশ, আর, সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধক, দুয়েরই অপেক্ষা, প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। সে চেষ্টার ভীষণ মূর্ত্তি যদি আপনারা দেখিতে চা'ন, তবে Darwin তাহা খুবই বিসদ রূপে দেখাইয়াছেন;—কি? না Struggle for existence সত্তা-লাভের জন্য কোস্তাকুস্তি। তাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুসারে জীবজন্তু অপেক্ষাকৃত রজোগুণ-প্রধান। মনুষ্য নিতান্ত অসভ্য না হইলে জীবিকানির্ব্বাহ করাই জীবনের একমাত্র সার কার্য্য মনে করে না—সভ্যলোক মাত্রই জ্ঞান ধর্ম্ম সদ্ভাব এবং সদালাপের চর্চা করিয়া বিমল

আনন্দ উপভোগ করাকেই জীবনের প্রধানতম কার্য্য মনে করেন। মনুষ্য-মণ্ডলীতে জ্ঞানালোকের এইরূপ প্রকাশাধিক্য দেখিয়াই শাস্ত্রকারেরা মনুষ্যকে অপেক্ষাকৃত সত্ত্বগুণ-প্রধান বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। সত্ত্ব রজো এবং তমোগুণ ব্যক্ত প্রকৃতিতেও যেমন অব্যক্ত-প্রকৃতিতেও তেমনি (অর্থাৎ ব্যক্ত জগতেও যেমন ঐশীশক্তি-রূপী অব্যক্ত জগতেও তেমনি) এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থিতি করে। নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শনের মতে মূল প্রকৃতি এবং সেশ্বর দর্শনাদির মতে ঐশীশক্তি জগতের বীজ স্বরূপ। বীজেতে বৃক্ষের প্রকাশ, প্রকাশের প্রতিবন্ধক, এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা তিনই বর্ত্তমান আছে—অথচ তিনই অনভিব্যক্ত; মূল প্রকৃতিতে সেইরূপ জগতের প্রকাশ, প্রকাশের প্রতিবন্ধক, এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রমণের চেষ্টা তিনই অন্তর্ভূত রহিয়াছে—কেবল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ কোনোটি প্রবল হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। তিন গুণের মধ্যে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তেমনি সৌহার্দ্দ। যখন ব্যক্ত তখন তিনই ব্যক্ত—যখন অব্যক্ত তখন তিনই অব্যক্ত। যদি রাত্রি ব্যক্ত হয় তবে তাহার পিছনে পিছনে (প্রতিক্রিয়া-সূত্রে reaction সূত্রে) দিনও আসিবে সন্ধ্যাও আসিবে; যদি দিন ব্যক্ত হয় তবে তাহার পিছনে পিছনে সন্ধ্যা আসিবে রাত্রি আসিবে; যদি সন্ধ্যা ব্যক্ত হয়, তবে তাহার পিছনে পিছনে রাত্রি আসিবে দিন আসিবে। যদি ব্যক্ত না হইবার হয় তবে—না রাত্রি, না দিন, না সন্ধ্যা—কেহই ব্যক্ত হইবে না। শাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুসারে সত্ত্বরজস্তমোগুণ, এইরূপ, ব্যক্ত হইবার সময় তিনই ব্যক্ত হয়; অব্যক্ত থাকিবার সময় তিনই মূল প্রকৃতিতে অথবা ঐশীশক্তিতে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিতি করে। আমাদের দেশের বহুতর শাস্ত্র এইরূপ অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মূল প্রকৃতি ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় শক্তির প্রভাব ভিন্ন

আর কিছুই নহে—ঈশ্বরের আদেশে জীবের ভোগ-মুক্তি-সাধনের জন্য মূল প্রকৃতি হইতে ত্রিগুণাত্মক জগৎ অভিব্যক্ত হয়। আমাদের দেশের নানা শাস্ত্রের নানা বিরোধী মতের সমন্বয় করিয়া আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা এই ঃ—ভগবদ্গীতায় আছে "একাংশেন স্থিতো জগৎ" ঐশীশক্তির একাংশে ভর করিয়া জগৎ স্থিতি করিতেছে। ঈশ্বর একদিকে যেমন আপনার ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য জগতে প্রকাশ করিতেছেন, আর একদিকে তেমনি প্রকাশের রাস টানিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন;—মহা মহা সিদ্ধ পুরুষদিগের নিকটেও তিনি একেবারেই আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ করেন না। ঐশীশক্তির প্রকাশ, অপ্রকাশ, এবং বিচেষ্টা, এই তিন অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকারেরা তাহাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অন্য আর কিছুই নহে—সে প্রতিবন্ধক তাঁহার আপনারই ইচ্ছাপ্রবর্ত্তিত নিয়ম। তিনি অনিয়মিত রূপে, অযথাকালে, অযথা পাত্রে, আপনার ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না—ইহাই তাঁহার পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক। উপনিষদে আছে "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।" যথা কালে, যথা পাত্রে, যেরূপ অর্থ বিধান করা তাঁহার সর্ব্বদর্শী মহাজ্ঞানের সহিত সঙ্গত তিনি সেইরূপ অর্থ সকল বিধান করেন। ত্রিগুণাত্মক শক্তির মূলাধার স্বরূপ ঈশ্বরের এইরূপ সগুণ একত্ব Synthetic unity স্বতন্ত্র, আর, অদ্বৈত মতানুযায়ী জীবব্রহ্মের একত্ব স্বতন্ত্র। শেষোক্ত একত্ব আমাদের দেশীয় ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে তাহার নাম নির্গুণ একত্ব, আর, কাণ্টের ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে তাহার নাম analytic unity। আমি পরে দেখাইব যে, ঈশ্বরের সগুণ একত্ব Synthethic unity যাহা সমস্ত জগতের বন্ধন-স্বরূপ তাহাই সর্ব্বাঙ্গীন সত্য এবং তাহাই

সাধকের উপযুক্ত লক্ষ্যস্থান ; আর, সেই সঙ্গে দেখাইব যে, নির্গুণ একত্ব analytic unity যাহা রাজ্যহীন রাজার সহিত অথবা আলোক-বিহীন দীপের সহিত উপমেয়, তাহার পদবী উহা অপেক্ষা অনেক নিচু। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে, অদ্বৈতবাদীরা নির্গুণ একত্ব কিরূপে সমর্থন করেন তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা আবশ্যক। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার বলিয়াছেন

"সোঽয়ং ইত্যাদি বাক্যেষু বিরোধাত্তদিদংয়ো
স্ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা
মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥"

অর্থাৎ যেমন "সেই এই কালিদাস" এই কথাটির মধ্য হইতে 'সেই এবং এই' এই দুই বিরোধী ভাগ পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের আশ্রয় স্বরূপ একমাত্র কেবল কালিদাসকে লক্ষ্য করা হয়, তেমনি তত্ত্বমসি এই বাক্যের মধ্য হইতে ত্বংশব্দ-সূচিত জীবের অবিদ্যা এবং তৎশব্দ-সূচিত ঈশ্বরের মায়া অর্থাৎ ঐশী শক্তি পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের আশ্রয় স্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম লক্ষিত হ'ন। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—আমি যখন কালিদাসকে প্রথমে দেখিয়াছিলাম তখন তিনি পাঠশালায় ক খ শিক্ষা করিতেছিলেন, এখন দেখিতেছি যে, তিনি শকুন্তলা লিখিয়া মহাকবি হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম "সেই এই কালিদাস"। এই কথাটিকে দুই রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে ;—এক এইরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, এখন তিনি সেই কালিদাসই বটে কিন্তু তাহা-ব্যতীত এখন তিনি মহাকবি কালিদাস—এখন ব্যাকরণ সাহিত্য কাব্য অলঙ্কার জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা বিদ্যায় তাঁহার মন যোঝাই করা রহিয়াছে। কালিদাসের সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি সম্বলিত এই যে একত্ব ইহারই নাম সগুণ

একত্ব synthetic unity। "সেই এই কালিদাস" এই কথাটিকে অপর এইরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে তিনি মূর্খ ছিলেন এ কথা ছাড়িয়া দেও; আর, এখন তিনি মহা পণ্ডিত হইয়াছেন এ কথাও ছাড়িয়া দেও; দুই অবস্থার দুই কথা ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ কেবল তিনি কালিদাস এই কথাটির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ কর। এইরূপ, বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুই-কূল-বর্জ্জিত কালিদাসকে কালিদাস বলাও যা আর খালিদাস বলাও তা—একই। কালিদাসের এই যে ফাঁকা একত্ব ইংরাজিতে যাহাকে বলে bare identity, ইহারই নাম নির্গুণ একত্ব analytic unity। শেষোক্ত দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া পঞ্চদশীর গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, কালিদাস হইতে যেমন তাঁহার পঠদ্দশা-সুলভ অজ্ঞানাবস্থা বাদ দেওয়া হইল, জ্ঞান হইতে তেমনি তাহার জীবাবস্থা-সুলভ অবিদ্যা বাদ দেও; আর কালিদাস হইতে যেমন তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা-সুলভ কবিতা-শক্তি বাদ দেওয়া হইল জ্ঞান হইতে তেমনি তাহার পূর্ণাবস্থা-সুলভ ঐশী শক্তি বাদ দেও। এইরূপ জীবের পক্ষ হইতে অবিদ্যা এবং ঈশ্বরের পক্ষ হইতে ঐশী শক্তি বাদ দিয়া কেবল মাত্র চৈতন্য যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এইরূপ নির্গুণ একত্ব যাহা অদ্বৈতবাদীরা প্রতিপাদন করেন তাহা ছাড়া বেদোপনিষদে আর-একরূপ একত্বের বহুতর উল্লেখ আছে—তাহার সাক্ষী "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" "তিনি লোকভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপে (অর্থাৎ বাঁধের মতন) সমুদায় জগৎ ধারণ করিতেছেন"; "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" ঈশ্বর-দ্বারা সমস্ত জগৎ আদ্যোপান্ত আচ্ছাদিত রহিয়াছে; ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্তরূপ নির্গুণ একত্ব এবং শেষোক্তরূপ সগুণ একত্ব দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

মায়া এবং অবিদ্যা লইয়া বাচালতা করিতে আমাদের দেশের

পণ্ডিত মূর্খ সকলেই সমান পটু। আপনারা যদি আমার মুখে সেই সকল কথার পুনরাবৃত্তি শুনিতে চা'ন, তবে অর্জ্জুন যেমন সম্মোহন বাণে কুরুসেনাকে অচেতন করিয়া দিয়াছিলেন আমিও তেমনি "অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী" প্রভৃতি রাশি রাশি বাক্যে আপনাদের কর্ণ-কুহর প্লাবিত করিয়া আপনাদিগকে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে নিদ্রায় অচেতন করিয়া দিতে পারি। কিন্তু দেশকাল পাত্র বিবেচনায় তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া মায়া এবং অবিদ্যা শব্দের দার্শনিক তাৎপর্য্য আমি যেরূপ বুঝি তাহাই আমি আপনাদের নিকট ভাঙিয়া বলি।

সকলেই জানেন যে, রজ্জুতে সর্প ভ্রম, শুক্তিতে রজত-ভ্রম, মরীচিকায় জল-ভ্রম ইত্যাদি প্রকার ভ্রমই মায়া-শব্দের বাচ্য। কিন্তু সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি এটা হয় তো না জানিতে পারেন যে, মায়া শব্দের মুখ্য অর্থ তাহা নহে। মায়া-শব্দের মুখ্য অর্থ ইন্দ্রজাল অর্থাৎ লোকে সচরাচর যাহাকে বলে জাদু। রামায়ণে আছে শূর্পনখা-রাক্ষসী মায়ামৃগ সৃষ্টি করিয়া সীতাকে ছলনা করিয়াছিল। এরূপ স্থলে মায়া-মৃগের উৎপাদিকা-শক্তি যাহা শূর্পনখার ইচ্ছাধীন তাহারই নাম মায়া; আর, সেই মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া সীতার যেরূপ ভ্রম হইয়াছিল সেইরূপ ভ্রমের নাম অবিদ্যা। সমস্ত জীবজন্তু চরাচর ঈশ্বরের ঐশীশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে ইহা-দৃষ্টে পুরাতন কবিরা ঈশ্বরের ঐশীশক্তিকে ঐন্দ্রজালিকের মায়ার সহিত আর জীবজন্তু চরাচরের অল্পজ্ঞতা-সুলভ অজ্ঞানকে মায়ামুগ্ধ ব্যক্তির ভ্রমের সহিত উপমা দিয়া জীবাশ্রিত সেই অজ্ঞানের নাম দিয়াছেন অবিদ্যা। একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী বিনা অবলম্বনে শূন্যে বিধৃত রহিয়াছে, অচেতন অণ্ডের আবরণ ভেদ করিয়া সচেতন জীব—সমস্ত সাজ সজ্জা পরিধান করিয়া বিনির্গত হইতেছে, এ সকল ঐশ্বরিক ব্যাপারের ন্যায় পরমাশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল কে কবে কোথায় দেখিয়াছে!

মায়া কথাটা পুরাতন কবিদিগের উক্তি—তাহা কবিতা-ভাবে গ্রহণ করাই উচিত। ঐ কবির উক্তিটিকে চলিত ভাষায় অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়—ঈশ্বরের পরমাশ্চর্য্য ঐশীশক্তি। মহামায়া শব্দের অবিকল ইংরাজি অনুবাদ আর কিছু না – Great magical power। মায়া-শব্দের অর্থ ঐশীশক্তি এটা আমার স্বকপোল-কল্পিত কথা নহে; পুরাণাদিতে ঐ ভাবের ভূরি ভূরি কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। পাছে লোকে ঈশ্বরের ঐশী শক্তিকে রাক্ষস এবং দৈত্য-দিগের তামসিক মায়ার সহিত সমান মনে করিয়া ভ্রমে পড়ে, এই জন্য পুরাণাদি শাস্ত্রে ঐশ্বরিক মায়া, দৈবী মায়া, আসুরী মায়া, রাক্ষসী মায়া, এইরূপ মায়ার নানা প্রকার শ্রেণী-বিভাগেরও অপ্রতুল নাই। অতএব ঈশ্বরের মহতী শক্তির প্রভাবকে মায়া বলিলে অথবা জীবের অল্পজ্ঞতা-সুলভ ভ্রম-প্রমাদ-মোহকে অবিদ্যা বলিলে অসত্য কিছুই বলা হয় না;—কেবল এইটি মনে রাখিলেই হইল যে, ঈশ্বরের মায়া আসুরিক মায়ার ন্যায় মিথ্যাময়ী তামসী মায়া নহে; তাহা সত্বগুণাত্মিকা সত্যময়ী মায়া। প্রকৃত কথা এই যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে চিরকালই আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন করিয়া না রাখিয়া সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশে তাহাকে দৈবী মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া আপনা-হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। সঙ্গীত মহলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, নীচের সপ্তকের বিভিন্ন সুর এক সঙ্গে ধ্বনিত হইলে শুনিতে যত কর্কশ লাগে—উপরের সপ্তকের বিভিন্ন সুর এক সঙ্গে ধ্বনিত হইলে তত কর্কশ শুনায় না; এমন কি, প্রথম সপ্তকের সা'র সহিত যদি উপরিস্থ পঞ্চম সপ্তকের সা রে গা পা নি এক সঙ্গে ধ্বনিত হয়, তবে ঐ সুরগুলি এমনি লপেট হইয়া একতানে মিলিয়া যায় যে, মনে হয় একটি মাত্র সুর সা একাকী ধ্বনিত হইতেছে। সঙ্গীতের অভ্যন্তরে এ যেমন—সৃষ্টির অভ্যন্তরে তেমনি দেখিতে পাওয়া যায় যে,

প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের এক একটি বিভিন্ন স্তর হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া যতই উপরের সপ্তকের উপরের স্বরে উত্থান করে, ততই সহযাত্রীদিগের সহিত একতানে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের ভাব গ্রহণে এবং প্রেমরসাস্বাদনে সমর্থ হয়। অতএব এইরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত যে, ঈশ্বর আপনার ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার জ্ঞানবান্ এবং হৃদয়বান্ জীবদিগের নিকটে ক্রমে ক্রমে উন্মুক্ত করিয়া প্রতিজনের অন্তঃকরণের যোগ্যতা অনুসারে তাহাকে আপনার অনুপম আনন্দের ভাগী করিবেন, ইহারই জন্য তিনি মনুষ্যকে আপন আশ্চর্য্য শক্তিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া আপনা হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। ঈশ্বরের মায়া করুণার প্রস্রবণ ; তাহা আসুরিক মায়ার ন্যায় মিথ্যাময়ী তামসী বিভীষিকাও নহে, আর, অর্থশূন্য প্রলাপ-বাক্যও নহে। আজিকের এ সভা যদি দার্শনিক নবরত্নের সভা হইত, তাহা হইলে আমি জীবেশ্বরের কথা প্রসঙ্গে হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্, প্রাজ্ঞ, তৈজস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের কল্পনা-প্রসূত নানা-উপাধি-বিশিষ্ট জীবেশ্বরের অবতারণা করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এ কাল সে বিক্রমাদিত্যের কালও নহে—এ সভা সে নবরত্নের সভাও নহে, আর, মাথা নিতান্ত বিকল না হইলে তাহার জন্য লোকের মাথা ব্যথাও হয় না। অতএব এ সভায় আমার যাহা বক্তব্য তাহা আমি যতদূর পারি সোজা কথায় বলিতে চেষ্টা করিব। মায়া কাহাকে বলে এবং অবিদ্যা কাহাকে বলে তাহা আমি বলিয়াছি। মায়া কি ? না ঈশ্বরের পরমাশ্চর্য্য ঐশীশক্তি। অবিদ্যা কি ? না জীবের অল্পজ্ঞতা-সুলভ অজ্ঞান। অদ্বৈতবাদীর মতানুযায়ী নির্গুণ একত্ব কিরূপ তাহাও বলিয়াছি। পঞ্চদশী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, "সেই এই কালিদাস" এই বাক্যের মধ্য হইতে কালিদাসের প্রথম

বয়সের মূর্খতা এবং দ্বিতীয় বয়সের কবিতা-শক্তি বাদ দিয়া যেমন কালিদাসের পরিবর্ত্তে খালিদাস পাওয়া যায়, তেমনি জীবের মধ্য হইতে অবিদ্যা এবং ঈশ্বরের মধ্য হইতে ঐশীশক্তি বাদ দিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই জীব-ব্রহ্মের নির্গুণ একত্ব। আমি আজ আপনাদিগকে দেখাইব যে জীবেশ্বরের এই যে নির্গুণ একত্ব ইহা ঈশ্বরের সমগ্র একত্বের অনেক নিচের ধাপে অবস্থিতি করিতেছে। দেখাইব যে, এরূপ নির্গুণ একত্ব সাধকের প্রথম প্রয়াণ স্থান মাত্র, তা বই তাহা সাধকের চরম গম্যস্থান হইতে পারে না। প্রথমে জীবব্রহ্মের ঐক্যস্থানটি পঞ্চদশী যেরূপ পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া বলিয়াছেন তাহা দেখাইব, তাহার পরে পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে জীবেশ্বরের মধ্যে যেরূপ গুরু শিষ্য সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে তাহা দেখাইব। তাহার পরে তৎতদ্বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

সমস্ত অদ্বৈত মতের একটি পরিষ্কার চুম্বক ছবি কোথায় পাওয়া যায়, এ কথা যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, পঞ্চদশীর প্রথম অধ্যায়ে। পঞ্চদশীর প্রথম অধ্যায়ে অদ্বৈতমতের সার সিদ্ধান্ত যেরূপ সুন্দর দার্শনিক বিবেক-প্রণালী অনুসারে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ-পারিপাট্য দেখিলে আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। সে বিবেক-প্রণালী আর কিছু না—ইংরাজিতে যাহাকে বলে, process of analysis। পঞ্চদশী প্রথমে জ্ঞানের সূর্য্যকান্ত মণিকে মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া তাহা হইতে জ্যোতি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; তাহার পরে সেই জ্যোতিকে সূর্য্য এবং সূর্য্যকান্ত মণির—পরমাত্মা এবং জীবাত্মার ঐক্যস্থান করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জীবের সেই যে আত্ম-জ্যোতি তাহা কি? পঞ্চদশী বলিতেছেন—'সম্বিৎ'। সম্বিৎ শব্দের

ঠিক্ অর্থ যদি আপনারা জানিতে চা'ন তবে তাহা আর কিছু না — ইংরাজিতে যাহাকে বলে consciousness। যদি বলেন "কোথা হইতে পাইলে?" তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, সম্বিতের ঐ অর্থটি উহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। Latin ভাষায় যাহার নাম Con, সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম সং। Con উপসর্গের ইংরাজি অনুবাদ with কিম্বা together with। সং উপসর্গের বাঙ্গালা অনুবাদ সব সহিতে মিলিয়া; তাহার সাক্ষী—বেদের একস্থানে আছে "সম্বদধ্বং" এবং বেদ-ভাষ্যে উহার অর্থ এইরূপ লেখা আছে যে, সংবদত অর্থাৎ সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে বল'। সমষ্টি-বন্ধন বলিতে বুঝায় সং-অষ্টি-বন্ধন, সমস্ত এক সঙ্গে জড়ো করিয়া আঁটি বাঁধা। সমাহার বলিতে বুঝায় সং-আহরণ একত্র করিয়া আনা—সমস্ত কুড়াইয়া একত্রে জড়ো করা—ইংরাজিতে যাহাকে বলে summing up। সম্যক্‌রূপে কিনা comprehensively—এখানেও সং এবং con এ দুই উপসর্গের, অর্থের মিল রহিয়াছে। একদিকে সং এবং con, আর এক দিকে বিদ্যা এবং science;—প্রথম দুটার মধ্যে যেমন অর্থ-সাদৃশ্য, শেষ-দুটার মধ্যে অর্থ সাদৃশ্য তাহা অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নহে। con-পূর্ব্বক scienceও যা, আর, সং পূর্ব্বক বিদ্যাও তা, একই। আমার সঙ্গে এত দূর আসিয়া এখন-আর এ কথা বলিও না যে, consciousness এবং সম্বিৎ বলিতে একই অর্থ বুঝায় না—কিনারায় আসিয়া নৌকা-ডুবি করিও না। তা যদি কর তবে আবেকটি কথা বলি শ্রবণ কর;—কোনো ব্যক্তি মূর্চ্ছা গেলে আমরা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত বলি যে, এ ব্যক্তির চেতন নাই; কিন্তু একজন প্রবীন সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য সেরূপ স্থলে বলেন "এ ব্যক্তির সংজ্ঞা নাই", আবার, একজন নবীন ইংরাজিজ্ঞ ডাক্তার বলেন "এ ব্যক্তির consciousness নাই।

এস্থলে প্রবীন এবং নবীন—বৃদ্ধ এবং অবৃদ্ধ—উভয়োর্ব্বচনং গ্রাহ্যং। অতএব সংজ্ঞা এবং consciousness এ দুই শব্দের অর্থ একই তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। জ্ঞা-ধাতুর অর্থও জানা, বিদ-ধাতুর অর্থও জানা—সংজ্ঞাও যা সম্বিৎও তা—একই ;—প্রভেদ কেবল এই যে, সংজ্ঞা-শব্দ সাহিত্য-মহলে বেশী প্রচলিত—সম্বিৎ শব্দ দর্শন-মহলে বেশী প্রচলিত।

ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, সুবিখ্যাত দর্শনকার Hamilton consciousness-শব্দের যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পঞ্চদশীর গ্রন্থকার সম্বিৎ শব্দ অবিকল সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। Hamilton বলিতেছেন—

In taking a comprehensive survey of the mental phenomena, these are all seen to comprise one essential element or possible only under one necessary condition. This element or condition is consciousness. In this knowledge they appear, or are realized as phenomena, and with this knowledge they likewise disappear, or have no longer a phenomenal existence; So that consciousness may be compared to an internal light, by means of which and which alone, what passes in the mind is rendered visible." ইহার কিয়ৎ পরেই বলিতেছেন—

When I know, I must know that I know,—when I feel, I must know that I feel,—when I desire, I must know that I desire. The knowledge, the feeling, the desire, are possible only under the condition of being known. The expression I know that I know, I know that I feel,

I know that I desire, are translated by, I am conscious that I know, I am conscious that I feel, I am conscious that I desire. Hamilton এই যাহা বলিতেছেন ইহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এই যে, বিভিন্ন জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছার সঙ্গে একই অভিন্ন জ্ঞান যাহা সাক্ষীরূপে লাগিয়া থাকে তাহারই নাম সম্বিৎ। পঞ্চদশী বলিতেছেন—

> "শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্
> ততো বিভক্তা তৎসম্বিৎ ঐকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে॥"

শব্দ-স্পর্শাদি জ্ঞেয় বিষয় সকল বিচিত্রতা বশতঃ জাগ্রৎকালে পৃথক্ পৃথক্। সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত (অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা বিবিক্ত) এমন যে সেই সকল বিষয়ের সম্বিৎ কিনা consciousness তাহা একরূপতা প্রযুক্ত অভিন্ন। সে দিন আমার একজন বন্ধু আমার কৃত ততো এবং তৎ এই দুই শব্দের অর্থ শুনিয়া সন্দেহ প্রকাশ করাতে আমি টীকা হাতড়িয়া দেখিলাম যে, আমি ঐ দুই শব্দের অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছিলাম টীকায় অবিকল তাহাই লিখিত রহিয়াছে; ইহা দেখিয়া একদিকে যেমন আমার আনন্দ হইল আর এক দিকে তেমনি দুঃখ হইল;—দুখের কারণ এই যে, এমন বিসদ টীকা সত্ত্বেও পুঁথির উৎকৃষ্ট মূল বচনগুলির অর্থ নানালোকে নানারূপ করেন, অথচ প্রকৃত তাৎপর্য্যটি তাঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া যায়। আমি যে, ঐ দুটা শব্দ প্রথম দেখিবা মাত্রই ও-দুটার ঠিক্ অর্থ ধরিতে পারিয়াছিলাম তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কেননা বিবেক, বিবেচনা, analysis, বলিয়া যে একটা দার্শনিক প্রণালী আছে তাহা তৎপূর্ব্বে আমার জানা ছিল, আর তাহা জানা বড় যে একটা বেশী বিদ্যার কার্য্য তাহাও নহে— বার-কত যাঁহারা ইংরাজি-দর্শনের পাত উল্টাইয়াছেন তাঁহারাই তাহা

এস্থলে প্রবীন এবং নবীন—বৃদ্ধ এবং অবৃদ্ধ—উভয়োর্ব্বচনং গ্রাহ্যং। অতএব সংজ্ঞা এবং consciousness এ দুই শব্দের অর্থ একই তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। জ্ঞা-ধাতুর অর্থও জানা, বিদ-ধাতুর অর্থও জানা—সংজ্ঞাও যা সম্বিৎও তা—একই ;—প্রভেদ কেবল এই যে, সংজ্ঞা-শব্দ সাহিত্য-মহলে বেশী প্রচলিত—সম্বিৎ শব্দ দর্শন-মহলে বেশী প্রচলিত।

ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, সুবিখ্যাত দর্শনকার Hamilton consciousness-শব্দের যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পঞ্চদশীর গ্রন্থকার সম্বিৎ শব্দ অবিকল সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। Hamilton বলিতেছেন—

In taking a comprehensive survey of the mental phenomena, these are all seen to comprise one essential element or possible only under one necessary condition. This element or condition is consciousness. In this knowledge they appear, or are realized as phenomena, and with this knowledge they likewise disappear, or have no longer a phenomenal existence; So that consciousness may be compared to an internal light, by means of which and which alone, what passes in the mind is rendered visible." ইহার কিয়ৎ পরেই বলিতেছেন—

When I know, I must know that I know,—when I feel, I must know that I feel,—when I desire, I must know that I desire. The knowledge, the feeling, the desire, are possible only under the condition of being known. The expression I know that I know, I know that I feel,

I know that I desire, are translated by, I am conscious that I know, I am conscious that I feel, I am conscious that I desire. Hamilton এই যাহা বলিতেছেন ইহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এই যে, বিভিন্ন জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছার সঙ্গে একই অভিন্ন জ্ঞান যাহা সাক্ষীরূপে লাগিয়া থাকে তাহারই নাম সম্বিৎ। পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্
ততো বিভক্তা তৎসম্বিৎ ঐকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে॥"

শব্দ-স্পর্শাদি জ্ঞেয় বিষয় সকল বিচিত্রতা বশতঃ জাগ্রৎকালে পৃথক্ পৃথক্। সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত (অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা বিবিক্ত) এমন যে সেই সকল বিষয়ের সম্বিৎ কিনা consciousness তাহা একরূপতা প্রযুক্ত অভিন্ন। সে দিন আমার একজন বন্ধু আমার কৃত ততো এবং তৎ এই দুই শব্দের অর্থ শুনিয়া সন্দেহ প্রকাশ করাতে আমি টীকা হাতড়িয়া দেখিলাম যে, আমি ঐ দুই শব্দের অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছিলাম টীকায় অবিকল তাহাই লিখিত রহিয়াছে; ইহা দেখিয়া একদিকে যেমন আমার আনন্দ হইল আর এক দিকে তেমনি দুঃখ হইল;—দুখের কারণ এই যে, এমন বিসদ টীকা সত্বেও পুঁথির উৎকৃষ্ট মূল বচনগুলির অর্থ নানালোকে নানারূপ করেন, অথচ প্রকৃত তাৎপর্য্যটি তাঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া যায়। আমি যে, ঐ দুটা শব্দ প্রথম দেখিবা মাত্রই ও-দুটার ঠিক্ অর্থ ধরিতে পারিয়াছিলাম তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কেননা বিবেক, বিবেচনা, analysis, বলিয়া যে একটা দার্শনিক প্রণালী আছে তাহা তৎপূর্ব্বে আমার জানা ছিল, আর তাহা জানা বড় যে একটা বেশী বিদ্যার কার্য্য তাহাও নহে—বাস্তবিক যাঁহারা ইংরাজি-দর্শনের পাত উল্টাইয়াছেন তাঁহারাই তাহা

জানেন। টীকায় স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে "ততো বিভক্তা" কিনা "তেভ্যো বিভক্তা" সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত। ততঃ শব্দের অর্থ তস্মাৎও হয় আর তেভ্যঃও হয়—এখানে ততঃ শব্দের অর্থ তেভ্যঃ কিনা সেই সকল বিষয় হইতে। "তৎসম্বিৎ" ইহার অর্থ ফস্ করিয়া পাঠক মনে করেন যে, সেই সম্বিৎ; কিন্তু টীকাতে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে তৎসম্বিৎ কিনা "তেষাং শব্দাদীনাং সম্বিৎ" সেই শব্দাদির সম্বিৎ consciousness of those sensations of sound &c। বিভক্ত শব্দের অর্থ টীকায় এইরূপ আছে যে, "বুদ্ধ্যা বিবেচিতা" অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা বিবিক্ত analysed by the understanding; Hamilton প্রভৃতি যাহাকে বলেন distinguished but not separated। অতএব পঞ্চদশীর ঐ শ্লোকের অর্থ কিয়ৎপূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা তাহার অবিকল অনুবাদ। তাহা আর-একবার বলি শ্রবণ করুন। "শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যাঃ" শব্দস্পর্শাদি বেদ্য বিষয় সকল (অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে sensations) "বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্" বিচিত্রতা বশতঃ জাগ্রৎকালে পৃথক্ পৃথক্। ততো বিভক্তা তৎ সম্বিৎ" সেই সকল বিষয় হইতে বিবিক্ত (অর্থাৎ distinct) এমন যে সেই সকল বিষয়ের সম্বিৎ consciousness of those sensations, "ঐকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে" তাহা একরূপতা প্রযুক্ত অভিন্ন। এইখানে বিবেচনা-পদ্ধতির বা বিবেক-পদ্ধতির হস্ত দেখা যাইতেছে—ইংরাজিতে যাহাকে বলে analysis। যেমন বালির সঙ্গে চিনি মিশ্রিত থাকিলে পিপীলিকা বালি হইতে চিনি পৃথক্ করিয়া লয়, তেমনি সম্বিৎ (consciousness) বিচিত্র বিষয়ের সহিত সম্বন্ধে জড়িত থাকিলেও আমরা তাহাকে সেই সকল বিষয় হইতে বিবিক্ত করিয়া দেখিতে পারি। পিপীলিকা মন্ত্র-গুণে কিছু-আর বালি হইতে চিনি বিবিক্ত করে না—চিনির আঘ্রাণ এবং স্বাদ পাইয়াই তাহাকে বালি হইতে বিবিক্ত করে।

আমরা কি লক্ষণ দৃষ্টে সম্বিৎকে তাহার শব্দস্পর্শাদি উপরাগ-সকল হইতে বিবিক্ত করি ? পঞ্চদশী বলিতেছেন 'ঐকরূপ্যাৎ'' একরূপতা দৃষ্টে। বিষয়-সকল অনেকরূপ—সম্বিৎ 'একরূপা। বাহ্য-বিষয়-সকলের নানা জাতীয় বর্ণ, নানাজাতীয় শব্দ, নানাজাতীয় স্পর্শ, ইত্যাদি-প্রকার নানা লক্ষণ; কিন্তু সম্বিতের লক্ষণ একটিমাত্র ;— কি ? না সাক্ষিত্ব। ইহা ভিন্ন সম্বিতের দ্বিতীয় লক্ষণ নাই। একটা কলের পুতুল উঠিতেছে, বসিতেছে, শুইতেছে, বেড়াইতেছে, সবই করিতেছে অথচ সে তাহার কিছুই জানিতেছে না। আমরা উঠি, বসি, দাঁড়াই, কথা কই, যাহা করি—তাহারই সঙ্গে একটা সাক্ষী জাগিয়া রহিয়াছে ;—কে ? না সম্বিৎ conciousness। আমাদের মনের সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে যদি একই সাক্ষী নিরবচ্ছিন্ন জাগিয়া না থাকিত তবে আমরা এক সময়ে যাহা ভাবি বা করি বা বলি তাহা অন্য সময়ে আমাদের স্মরণে উদ্বোধিত হইতে পারিত না। সম্বিতের সেই একমাত্র সাক্ষিতা-লক্ষণ দৃষ্টে জাগ্রৎকালে আমরা সম্বিৎকে ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ অর্থাৎ sensation, এই সকল নানা বিষয়ের সংশ্লেষ হইতে বিবিক্ত করিয়া তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারি। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন "তথা স্বপ্নে" স্বপ্নকালেও সেইরূপ। "অত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরং" এখানে কিন্তু (অর্থাৎ স্বপ্ন-কালে) বেদ্য বিষয় সকল অস্থির কিনা অব্যবস্থিত, জাগ্রৎ কালে স্থির কিনা সুব্যবস্থিত। "তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ'' স্বপ্ন কাল এবং জাগ্রৎকাল দুয়ের মধ্যে বিষয়-ঘটিত এইরূপ প্রভেদ। "সম্বিৎ একরূপা ন ভিদ্যতে" উভয় কালের সাক্ষীরূপা যে সম্বিৎ তাহা একই অভিন্ন। পঞ্চদশীর এই কথাটির প্রমাণ যদি আবশ্যক হয় তবে তাহা এই যে, স্বপ্ন-কালের এবং জাগ্রৎকালের সাক্ষীরূপা সম্বিৎ যদি একই না হইত, তবে নিদ্রাভঙ্গের সময় নিদ্রাবস্থার কোনো

স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কাহারো স্মরণে আবির্ভূত হইতে পারিত না। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন "সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ" সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতিতে সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান-অন্ধকার বোধ আবির্ভূত হয়—অর্থাৎ নিদ্রাকালে আমি কিছুই জানিতেছিলাম না এইরূপ স্মরণ হয়। স্মৃতি কিরূপ? না "সাচাববুদ্ধবিষয়া" অববুদ্ধবিষয়া—জ্ঞাত-পূর্ব্ববিষয়া। জ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় ভিন্ন অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় কখনো স্মৃতির বিষয় হইতে পারে না। কমলা নেবুর গাছ দেখিবার সময় দর্শকের জ্ঞানে তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপস্থিত ছিল বলিয়াই পরে যেমন তাহা তাহার স্মরণে আবির্ভূত হয়, তেমনি সুষুপ্তি-কালে "আমি কিছুই জানিতেছি না" এই জ্ঞানটি সুপ্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জাগিতেছিল বলিয়াই পরে তাহার স্মরণ হয় যে নিদ্রাবস্থায় আমি কিছুই জানিতেছিলাম না। "অববুদ্ধং তৎ তদা ততঃ।" অতএব সুষুপ্তি-কালে "আমি কিছুই জানিতেছি না" এইরূপ অজ্ঞান-অন্ধকার সুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানে বর্ত্তমান ছিল ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। পঞ্চদশীর প্রদর্শিত এই প্রমাণটির তাৎপর্য্য শুধু এই যে, সুষুপ্তি-কালে সম্বিৎ অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত থাকে বলিয়া তাহা যে তখন নাই এরূপ বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কেননা সমস্ত মনোবৃত্তির সাক্ষী রূপা একমাত্র সম্বিৎ যদি সুষুপ্তির সময় বাস্তবিকই না থাকিত তাহা হইলে তাহা সুষুপ্তির পূর্ব্বকাল হইতে বর্ত্তমান-কাল পর্য্যন্ত অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলিয়া আসিতে পারিত না। তাহা হইলে পূর্ব্ব দিনের সম্বিৎ পরদিনে আসিতে না আসিতেই সুষুপ্তিরূপ দস্যুর হস্তে নিহত হইত। যখন তাহা নিহত হয় নাই, তখন তাহা অবশ্যই সুষুপ্তির আবরণের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান ছিল; যখন বর্ত্তমান ছিল, তখন অবশ্য সাক্ষিরূপেই বর্ত্তমান ছিল—কেননা লবণের যেমন লবণত্ব—সম্বিতের তেমনি

সাক্ষিত্বই আদি অন্ত এবং মধ্য। আমি যদি প্রথম দিন কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া তৃতীয় দিনে কাশীতে উপনীত হই তবে তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, আমি দ্বিতীয় দিন মাঝের পথে ছিলাম। তেমনি, একই অভিন্ন সাক্ষীরূপা সম্বিৎ যখন কালিকের দিন হইতে আজিকের দিনে উপনীত হইয়াছে, তখন সমস্ত মাঝের পথে তাহা বর্ত্তমান ছিল ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না ;—বর্ত্তমান যখন ছিল —তখন সাক্ষীরূপেই বর্ত্তমান ছিল ; কেন না অসাক্ষী সম্বিৎও যা—অমিষ্ট মধুও তা, আর, সোণার পাথর বাটীও তা—একই। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন "সবোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ" সেই যে সুষুপ্তি-কালীন অজ্ঞান-অন্ধকার-বোধ তাহা অজ্ঞান-অন্ধকার-রূপ বিষয় হইতেই ভিন্ন, তা বই বোধ বোধ-হইতে ভিন্ন নহে—সম্বিৎ সম্বিৎ-হইতে ভিন্ন নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রৎ কালের সুব্যবস্থিত বিষয়-সকলের সাক্ষীরূপা সম্বিৎ, স্বপ্ন-কালের অব্যবস্থিত বিষয় সকলের সাক্ষিরূপা সম্বিৎ, এবং সুষুপ্তি-কালের অজ্ঞানান্ধকারের সাক্ষীরূপা সম্বিৎ—তিন বিভিন্ন সম্বিৎ নহে কিন্তু একই অভিন্ন সম্বিৎ। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সম্বিৎ তদ্বৎ দিনান্তরে।"

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, একই সম্বিৎ যেমন একদিনের জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষী তেমনি তাহা দিনান্তরেরও সাক্ষী। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন

"মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা ॥"

মাস বৎসর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে, তাহার মধ্যে একা কেবল স্বয়ম্প্রভা সম্বিৎ উদয়ও হয় না অস্তও হয় না। ইহার পরেই

বলিতেছেন "ইয়ং আত্মা" এই সম্বিৎই আত্মা। পঞ্চদশীর এই কথাটি Hamilton বলিতে বলিতে রহিয়া গিয়াছেন। Hamilton বলিতেছেন—

The next term to be considered is conscious subject. And first what is it to be conscious? ········ · This act is of the most elementary character; it is the condition of all knowledge············I know, I desire, feel. What is it that is common to all these? knowing & feeling & desiring are not the same, and may be distinguished. But they all agree in one fundamental condition. Can I know without knowing that I know? can I desire without knowing that I desire? can I feel without knowing that I feel? this is impossible. Now this knowing that I know or desire or feel, this common condition of self-knowledge, is precisely what is denominated consciousness. Hamiltion এইরূপ সম্বিৎকে জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছার সাধারণ ভিত্তিমূল জানিয়াও সাহস করিয়া এরূপ কথা ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই যে, সম্বিৎই আত্মা। প্রত্যুত তিনি বলিয়াছেন যে —

Though consciousness be the condition of all internal phenomena, still it is itself only a phenomenon; and therefore supposes a subject in which it inheres;—that is supposes some thing that is conscious,—something that manifests itself as conscious। কিন্তু পঞ্চদশী বলিতেছেন যে, সেই যে something that is conscious, সেটা consciousness itself, সেটা সম্বিৎ স্বয়ং।

পঞ্চদশী Hamilton এর ন্যায় সম্বিৎকে আত্মার পরিবর্ত্তনশীল অবভাস মাত্র, phenomenon-মাত্র, বলেন নাই ;—পঞ্চদশী সম্বিৎকে অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা ॥"

মাস বৎসর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে, একাকী কেবল স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎ উদয়ও হয় না অস্তও হয় না। স্বয়ংপ্রভা শব্দের অর্থ কি ? তাহার অর্থ বলিতেছি শ্রবণ করুন। দীপালোক যেমন আলোক তো আছেই, তা ছাড়া তাহা আপনার আলোকে আপনি আলোকিত অথবা যাহা একই কথা—আপনার আপনি আলোকয়িতা ; এইরূপ, যেমন তাহা আলোক, আলোকিত এবং আলোকয়িতা তিনই একাধারে ; তেমনি, সম্বিৎ - জ্ঞান তো আছেই—তা ছাড়া তাহা আপনি আপনার জ্ঞাত—আপনি আপনার জ্ঞাতা ;—কেননা সম্বিৎ আপনার অজ্ঞাত-সারে কিছুই করে না—সম্বিৎ সর্ব্বদাই আপনার জ্ঞানালোকে বিরাজমান ; সম্বিৎ স্বয়ম্প্রভা। মুখে বলিতেছি আত্মা, মনে ভাবিতেছি জড়পিণ্ডের ন্যায় একটা অজ্ঞান-পদার্থ অথবা আকর্ষণ-শক্তির ন্যায় একটা অন্ধশক্তি—এরূপ ইতস্তত-ভাব আমাদের দেশীয় পুরাতন দর্শনকারদিগের ত্রিসীমার মধ্যে ঘেঁসিতে পাইত না। সাজানো কথা কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। ভাবিবার সময় তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের সব দিক্ সমীচীন-রূপে ভাবিতেন ; আর, প্রকাশ করিবা বলিবার সময় তাঁহারা তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় পষ্টাপষ্টি অসঙ্কোচে বলিতেন ; লোকে কে কি ভাবিবে—কে কি বলিবে—তাহার কোনো তক্কা রাখিতেন না। যিনি নিরীশ্বরবাদী তিনি একেবারেই নির্ঘাত বলিয়া দিলেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ঈশ্বরের প্রমাণ নাই ; Mill পর্য্যন্ত এরূপ

তীব্র কথা বলিতে সাহস করেন নাই। যিনি অদ্বৈতবাদী তিনি একেবারেই সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়া বলিলেন "সোঽহং"—জর্ম্মান দর্শন-কারদিগের প্রপিতামহ Spinoza এরূপ কথা বলিতে সাহস করা দূরে থাকুক্—ওরূপ কথা সহসা কাহারো মুখে শুনিলে নিশ্চয়ই তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া যাইত। আপনারা শুনিলে অবাক্ হইবেন যে, গৌতমের প্রণীত ন্যায়-শাস্ত্রের গোড়াতেই দেবতা-বন্দনা হ'চ্চে "ওঁ নমঃ প্রমাণায়" প্রমাণকে নমস্কার করি। একালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-দিগের কিছুই অসাধ্য নাই, তাঁহারা হয় তো বলিবেন যে "প্রমাণায়" অর্থাৎ যাঁহার প্রকৃষ্টরূপে মান আছে তস্মৈ—অর্থাৎ কিনা যাঁহাকে সকলের আগে বন্দনা করা হয় তস্মৈ—অর্থাৎ কিনা গণেশায়। নমঃ প্রমাণায় কিনা নমো গণেশায়! সে কথা যা'ক্! Hamilton বলিয়াছেন Consciousness জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছা সমস্তেরই সাধারণ ভিত্তিমূল বটে—কিন্তু;—ইত্যাদি; কিন্তু পাতঞ্জলের গ্রন্থ মধ্যে এই যে একটি সূত্র আছে

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তু-শূন্যো বিকল্পঃ"

ইহার মধ্যে বটেও নাই কিন্তুও নাই। উহার অর্থ এই;—শব্দ উচ্চারণের পিছনে পিছনে যে এক প্রকার অর্থশূন্য জ্ঞান উদ্বোধিত হয় তাহারই নাম বিকল্প। সে কিরূপ? টীকাকার ভোজরাজ বলিতেছেন "যথা পুরুষস্য চৈতন্যং স্বরূপং" ইত্যত্র দেবদত্তস্য কম্বল ইতিবৎ শব্দজনিতে জ্ঞানে যোঽধ্যবসিতো ভেদস্তমিহা-বিদ্যমানমপি সমারোপ্য বর্ত্ততেঽধ্যবসায়ঃ। বস্তুতস্তু চৈতন্যমেব পুরুষঃ।"না যেমন, 'চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ-লক্ষণ' এই কথাটিতে দেব-দত্তের কম্বলের ন্যায় পুরুষের মধ্যে এবং চৈতন্যের মধ্যে মিথ্যা একটা ভেদ আরোপিত হয়;—বাস্তবিক চৈতন্যই পুরুষ। ইহার তাৎ-পর্য্য এই যে, 'দেবদত্তের কম্বল' বলিলে যেমন দেবদত্ত মনুষ্য এবং তাহার গায়ের কম্বল একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, এইরূপ বুঝায়, তেমনি

"আত্মার চৈতন্য" এরূপ বলিলে বুঝায় যে, আত্মা যেন চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র আর একটা কিছু। কিন্তু বাস্তবিক এই যে, চৈতন্যই আত্মা। পঞ্চদশী যাহাকে বলিতেছেন সম্বিৎ, যোগ শাস্ত্রে তাহা প্রত্যক্ চেতনা অথবা দৃক্‌শক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ চেতনা শব্দের অর্থ টীকাতে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা এই :—

"বিষয়প্রাতিকূল্যেন স্বান্তঃকরণাভিমুখমঞ্চতি যা চেতনা দৃক্‌শক্তিঃ সা প্রত্যক্ চেতনা" বিষয়ের প্রতিকূলে অন্তঃকরণের অভিমুখে যাহার গতি, এমন যে চেতনা কিনা দৃক্‌শক্তি কিনা জ্ঞান-শক্তি বা ধীশক্তি, তাহাই প্রত্যক্ চেতনা। প্রত্যক্ শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ অন্তর্মুখী, ইংরাজি অনুবাদ subjective। ইউরোপীয় দর্শনের subjective এবং objective শব্দ-যুগলের অবিকল সংস্কৃত প্রতিশব্দ যদি আপনাদের কাহারো কখনো আবশ্যক হয়—তবে subjective-এর স্থলে প্রত্যক্ অথবা প্রতীচীন শব্দ এবং objective-এর স্থলে পরাক্ অথবা পরাচীন শব্দ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন—তাহাতে অভিপ্রেত অর্থের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইবে না। পঞ্চদশী এই প্রত্যক্ চেতনাকে—সম্বিৎকে—লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "ইয়ং আত্মা" ইনিই আত্মা। প্রত্যক্ চেতনা অথবা দৃক্‌শক্তিই আত্মা, এই কথার নিগূঢ় তাৎপর্য্যটি ইংরাজি ভাষায় অতীব সহজে এক কথায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে,—সে কথা এই যে, আত্মা is not a dead substance but a living intellegent power। যোগ-শাস্ত্রোক্ত প্রত্যক্ চেতনা অথবা দৃক্‌শক্তিও যা, আর, পঞ্চদশীর সম্বিৎও তাই, একই। পঞ্চদশী বলিতেছেন

"ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ
মা ন ভুবংহি ভুয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে ॥

এই যে সম্বিৎরূপী—সাক্ষীরূপী—আত্মা, ইনি পরম আনন্দ স্বরূপ

যেহেতু ইনি পরম প্রেমাস্পদ। আত্মা যে আপনি আপনার প্রেমাস্পদ তাহার প্রমাণ কি ? না "মা ন ভূবং হি ভূয়াসং ইতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে" "আমি না হই" ইহা কাহারো ইচ্ছা নহে, "আমি হই" ইহা সকলেরই ইচ্ছা—ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আত্মা আপনি আপনার প্রেমাস্পদ। আত্মা শুধু যে আপনার প্রেমাস্পদ তাহা নহে—আত্মা আপনার পরম প্রেমাস্পদ। কিসে জানিলে ? পঞ্চদশী বলিতেছেন "তৎপ্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি অতস্তৎ পরমং" সে প্রেম আপনার জন্য অন্যেতে সঞ্চারিত হয়—অন্যের জন্য আপনাতে সঞ্চারিত হয় না—এই জন্য তাহা পরম শব্দের বাচ্য। পঞ্চদশীর এই কথাটির কিঞ্চিৎ টীকা আবশ্যক। আমাদের প্রতিজনের আপনার শরীরের প্রতি অথবা বিষয়-বিভবের প্রতি অথবা মান সম্ভ্রমের প্রতি যে, টান আছে তাহার আতিশয্য হইলেই তাহাকে আমরা বলি স্বার্থপরতা। কিন্তু এখানে সেরূপ গৌণ আত্মপ্রীতির কথা হইতেছে না, এখানে মুখ্য আত্মপ্রীতির কথা হইতেছে। আপনার সিন্ধুকের টাকাকে অথবা আপনার উদরকে যিনি আত্ম-তুল্য দেখেন—সেই টাকাকে বা উদরকে ভালবাসাই তাঁহার আত্মপ্রীতি; সেরূপ আত্মপ্রীতির কথা এখানে হইতেছে না ; সম্বিৎ-রূপী আত্মার যে আপনার প্রতি আপনার প্রেম তাহাই এখানে আত্মপ্রেম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। টাকা কড়ি লইয়াই, মানাভিমান লইয়াই, মনুষ্যে মনুষ্যে অমিল হয় ; কিন্তু বিশুদ্ধ চেতনা লইয়া কাহারো সহিত কাহারো অমিল হয় না। অমিল দূরে থাকুক্—বিশুদ্ধ চেতনার আপনার প্রতি আপনার ভালবাসার ভিতরে সমস্ত জগতের প্রতি ভাল বাসা সম্ভুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ এই কথাটির প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া পঞ্চদশী তাহার পরেই বলিতেছেন "তেন পরমানন্দতাত্মনঃ" তাহাতেই বুঝা যাইতেছে

যে, আত্মা পরমানন্দ-স্বরূপ। কিন্তু এ কথাটির তাৎপর্য্য আর একটু স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলা উচিত ছিল। যাহা পরম প্রেমাস্পদ তাহাই কি আনন্দ স্বরূপ? দেবদত্ত আমার পরম প্রেমাস্পদ হইলেও এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে যে, দেবদত্ত বিষাদে ম্রিয়মান। মানিলাম যে, আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ কিন্তু তাহা হইতেই কিছু আর এটা আসিতেছে না যে, আত্মা পরম আনন্দ স্বরূপ। এ স্থলটিতে পঞ্চদশীর হইয়া আমাকে কিঞ্চিৎ ওকালতি করিতে হইল। তুমি যদি আমার পরম প্রেমাস্পদ হও, আর,তোমাকে যদি আমি নিকটে পাই তবে অবশ্যই আমার আনন্দ হইবে। আত্মা যেমন আপনাকে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে, তেমনি আপনি আপনার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমাস্পদ বন্ধুর নিকটতম সহবাসে যেরূপ পরম আনন্দ হয়—আত্মা কখনই সে আনন্দে বঞ্চিত হইতে পারে না। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"ইত্থং সচ্চিৎ পরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধং পরব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যতে॥" এইরূপ যুক্তি-দ্বারা পাওয়া যাইতেছে যে, আত্মা সৎচিৎ এবং পরমানন্দ; আত্মা যে সৎ তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে; দেখানো হইয়াছে যে, "মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা॥" মাস বৎসর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত করিতেছে—এক কেবল স্বয়ম্প্রভা সম্বিৎ উদয়ও হয় না অস্তও হয় না। সম্বিৎ অপরিবর্ত্তনীয় সত্য, আর অপরিবর্ত্তনীয় সত্য বলিয়া তাহা সৎশব্দের বাচ্য। দেখানো হইয়াছে যে, সম্বিৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি তিন অবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সাক্ষীরূপে নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া থাকে। সম্বিৎ যেমন সৎ তেমনি চিৎ। আর, কিয়ৎপূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে যে, সম্বিৎই

আত্মা, আর সেই আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ অতএব পরম আনন্দস্বরূপ। আত্মা যেমন সৎ, তেমনি চিৎ, তেমনি পরম আনন্দ স্বরূপ। ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এবং উভয়ের ঐক্য বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চদশী অতঃপর যাহা বলিতেছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা আপনি আপনার পরম প্রেমাস্পদ ইহাও সত্য, আর, আপনি আপনার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ইহাও সত্য; কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইলেও তাহা আপনার নিকটে অপ্রকাশ থাকিতে পারে; অপ্রকাশ থাকিলে আত্মা আপনার নিকটবর্ত্তী হইয়াও নিকটবর্ত্তী নহে। কাজেই সে অবস্থায়—অপ্রকাশ অবস্থায়—আত্মার আনন্দ স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। মনে কর যে, আমার বাড়ির ভিত্তিমূলে রত্নের খনি রহিয়াছে কিন্তু আমার নিকট তাহা অপ্রকাশ। তাহা আমার নিকটে প্রকাশ পাইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না; কিন্তু এখন আমি সে আনন্দে বঞ্চিত। একদিকে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটে আত্মা কিছু না কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাই কেহই এরূপ ইচ্ছা করে না যে, আমি যেন না থাকি, প্রত্যুত সকলেই এইরূপ ইচ্ছা করে যে, আমি যেন থাকি। আর একদিকে দেখা যায় যে, আত্মা যদি মনুষ্যের নিকটে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইত তবে তাহার বিষয় স্পৃহা থাকিত না। কোহিনুর হস্তে পাইলে কে অন্য ধনের প্রয়াসী হয়। পরম আনন্দ হস্তে পাইলে কে অপর আনন্দের প্রয়াসী হয়? মনুষ্যের নিকট আত্মা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইলে মনুষ্য তাহারই আনন্দে ভোর হইয়া থাকিত—বিষয়-স্পৃহা তাহার মনের চৌকাট ডিঙাইতে পারিত না। কিন্তু মনুষ্য দুই নৌকায় পা দিয়া রহিয়াছে—আত্মা তাহার পরম প্রেমাস্পদ অথচ তাহার বিষয়-স্পৃহা ভরপুর। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, আত্মা মনুষ্যের নিকটে প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না। পঞ্চদশী তাই বলিতেছেন

"অভাণে ন পরং প্রেম ভাণে ন বিষয়-স্পৃহা।
অতো ভাণেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ ॥

"অভাণে" অর্থাৎ অপ্রকাশে "ন পরং প্রেম" পরম প্রেম হইতে পারে না; "ভাণে" প্রকাশে "ন বিষয়স্পৃহা' বিষয়ের প্রতি স্পৃহা হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যের দুইই আছে;—যাহা কেবল প্রকাশ পক্ষেই সম্ভবে তাহাও আছে—আপনার প্রতি পরম প্রেম আছে; আর, যাহা কেবল অপ্রকাশ পক্ষেই সম্ভবে তাহাও আছে—বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট স্পৃহা আছে;

"অতো ভাণেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ ॥"

অতএব আত্মার পরমানন্দতা মনুষ্যের নিকটে প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না। সে কিরূপ? পঞ্চদশী বলিতেছেন

"অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ
ভাণেঽপ্যভাণং ভাণস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥"

নানা সহাধ্যায়ীর সঙ্গে আমার পুত্র যখন বেদ-পাঠ করিতেছে, তখন সেই সমবেত পাঠধ্বনির সঙ্গে আমার পুত্রের কণ্ঠধ্বনিও আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। এ অবস্থায় আমার পুত্রের কণ্ঠধ্বনি আমি শুনিতেছি তাহাতে আর ভুল নাই কিন্তু কোন্ ধ্বনিটি আমার পুত্রের কণ্ঠ-নিঃসৃত তাহা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবেই হইতেছে যে, আমার সেই পুত্রের কণ্ঠধ্বনি আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না। প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ না পাইবার কারণ কি? পঞ্চদশী বলিতেছেন

"ভাণেঽপ্যভাণং ভাণস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥"

ভাণেঽপ্যভাণং অর্থাৎ প্রকাশেও অপ্রকাশ "ভাণস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে" প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্তই সম্ভবে। একেবারেই না থাকা স্বতন্ত্র, আর, প্রতিবন্ধকতা-বশতঃ স্ফূর্তি না পাওয়া স্বতন্ত্র।

মনে কর সমান বলবান্ দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ঠেলিয়া কেহ কাহা-কেও নড়াইতে পারিতেছে না। নড়াইতে পারাই বলের লক্ষণ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া এ কথা কেহ বলিতে পারেন না যে, দুই জনের কেহই যখন কাহাকেও নড়াইতে পারিতেছে না, তখন উভয়ের কাহারো শরীরে একবিন্দুও বল নাই। প্রকৃত কথা এই যে, দুই জনেরই শরীরে প্রভূত বল আছে—কেবল প্রতিবন্ধকতা বশতঃ তাহা কার্য্যে অভিব্যক্ত হইতে পারিতেছে না। ইহার কিয়ৎপরে পঞ্চদশী বলিতেছেন

"তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ।
ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনং।"

বেদ পাঠের দৃষ্টান্ত স্থলে সহাধ্যায়ীদিগের সহিত একত্রে পঠনই প্রতিবন্ধের হেতু—এখানে অনাদি অবিদ্যাই বিভ্রান্তির একমাত্র কারণ। তাহার পরে পঞ্চদশী মায়া এবং অবিদ্যা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এইরূপ;—

এ পারে জীব, ওপারে ঈশ্বর, মাঝখানে ঐশী শক্তির প্রভাব;—সেই প্রভাব অথবা যাহা একই কথা, প্রকৃতি, ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ইচ্ছা-ধীন এই অর্থে তাহা মায়া শব্দের বাচ্য, আর তাহা জীবের অজ্ঞাত-সারে তাহাকে সংসারে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায় এই অর্থে তাহা অবিদ্যা-শব্দের বাচ্য। তাহার পরে পঞ্চদশী অবিদ্যার তিনটি অবান্তর-বিভাগ যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এই;—

(১) স্থূল শরীর—ইহা অস্থি মাংস মজ্জা প্রভৃতি ভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত এবং ইহা জাগ্রৎ কালে কার্য্যে ব্যাপৃত হয়; (২) সূক্ষ্ম শরীর—ইহা বিজ্ঞানময় কোষ (intellectual function), মনোময় কোষ (animal function), এবং প্রাণময় কোষ (vital function), এই তিনের সঙ্ঘাত; আর, ইহা স্বপ্নকালে স্থূল শরীর হইতে অবসৃত হইয়া

স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হয়; ৩) কারণ শরীর—ইহার অপর নাম আনন্দময় কোষ এবং ইহা সুষুপ্তিকালে সমস্ত দুঃখ শোক হইতে অবসৃত হইয়া আরাম-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। অবিদ্যার এইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম অবান্তর-বিভাগ প্রদর্শন করিয়া পঞ্চদশী বলিতেছেন

"যথা মুঞ্জাদিষীকৈবমাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।
শরীরত্রিতয়াদ্ধীরৈঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে॥"

যেমন শর-গাছের বহিঃস্থিত পত্রাবরণের স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত পৃথক্ পৃথক্ এক একটি স্তবক একে একে সরাইয়া অবশেষে তাহার গর্ভ হইতে নূতন কোমল পত্র উদ্ধৃত করা যায়, তেমনি ধীর ব্যক্তিরা স্থূল-সূক্ষ্ম-এবং-কারণ শরীর হইতে আত্মাকে উত্তরোত্তর-ক্রমে উদ্ধৃত করিয়া পরব্রহ্ম হইয়া যা'ন। তাহার কিয়ৎ পরে পঞ্চদশী তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন

"জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায় তামসীং।
নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তাং উচ্যতে ব্রহ্ম তদ্গিরা॥"

তামসী মায়া পরিগ্রহ করিয়া যে-ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ (material cause) এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মিকা মায়া পরিগ্রহ করিয়া যিনি নিমিত্ত কারণ (efficient cause) তিনি তত্ত্বমসি বাক্যের অন্তর্গত তৎশব্দের বাচ্য। ঐশীশক্তি বা মায়াকে পঞ্চদশী এইরূপ দুই অবয়বে বিবিক্ত করিয়াছেন—প্রথম, নিমিত্ত কারণ—বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণাত্মিকা মায়া; দ্বিতীয়, উপাদান কারণ—তামসী মায়া। একদিকে দেখা যায় যে, ঈশ্বর আপনার ভাব জগতে প্রকাশ করিতেছেন; আর একদিকে দেখা যায় যে, ঈশ্বর আপনার ভাব সমস্তই একেবারে প্রকাশ করেন না—যথা-নিয়মে উত্তরোত্তর-ক্রমে প্রকাশ করেন। ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক তাঁহার আপনারই প্রবর্ত্তিত নিয়ম। ঐশীশক্তিতে প্রকাশের স্ফূর্ত্তি এবং পূর্ণ-প্রকাশের প্রতিবন্ধক

এই দুই অবয়বের প্রতিযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রথমটিকে পঞ্চদশী বলিয়াছেন বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণাত্মিকা মায়া এবং দ্বিতীয়টিকে বলিয়াছেন তামসী মায়া। পঞ্চদশীর মতানুসারে, এইরূপ দ্বিমুখী মায়া-দ্বারা কিনা ঐশীশক্তি দ্বারা যিনি জগৎ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তিনি তৎ শব্দের বাচ্য। এই গেল তত্ত্ব-মসি শব্দের তৎ। তাহার পরে আসিতেছে

'যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্ম্মাদিদূষিতাং।
আদত্তে তৎপরং ব্রহ্ম ত্বংপদেন তদোচ্যতে॥"

সেই পরব্রহ্ম যখন বাসনা এবং কর্ম্মাদি দ্বারা দূষিতা মলিন-সত্ত্বা মায়া পরিগ্রহ করেন, তখন তিনি ত্বং শব্দে অভিহিত হ'ন।" বাসনা এবং কর্ম্মাদি দ্বারা দূষিতা মলিন-সত্ত্বা মায়া অর্থাৎ রজোগুণ-প্রধানা মায়া—অর্থাৎ জীবের অবিদ্যা যাহার মূল-গত ভাব হ'চ্চে রজোগুণ কিনা struggle for existence। এখানে পঞ্চদশী মায়াকে তিন অবয়বে বিভক্ত করিয়াছেন; (১) ঐশীশক্তির প্রভাব—যাহার মূলগত ভাব প্রকাশ; (২) ঐশীশক্তির নিয়ম—যাহা ঐশ্বরিক ভাবের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক; (৩) জীবের অভ্যন্তরে ঐশীশক্তির বিচেষ্টা—যাহার স্থূল দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই পড়িয়া আছে;—তাহা আর কিছু না—Darwin যাহাকে বলেন struggle for existence। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন

"ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্ত্বা পরস্পরবিরোধিনীং
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে॥"

পরস্পর-বিরোধিনী এই ত্রিধারূপিণী মায়া পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ সত্ত্বগুণ-প্রধানা মায়া যাহা পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, তমোগুণপ্রধানা মায়া যাহা পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ এবং রজোগুণপ্রধানা মায়া যাহা পরিগ্রহ

করিয়া জীব ,অবিদ্যার বশীভূত, এই ত্রিধারূপিণী মায়া পরিত্যাগ করিয়া) এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি বাক্য দ্বারা লক্ষিত হ'ন। ইহার পরের শ্লোকে পঞ্চদশী আপনার,চরম মন্তব্য ,কথাটি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি; তাহা এই যে,

"সোঽয়ং ইত্যাদি বাক্যেষু বিরোধাত্তদিদন্তয়োঃ।
ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা॥
মায়াবিদ্যে বিহায়ৈব মুপাধী পরজীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে॥"

"সেই এই কালিদাস" এই বাক্য হইতে সেই এবং এই ছাড়িয়া দিয়া যেমন সেই-এই-বর্জ্জিত কেবলমাত্র কালিদাসকে লক্ষ্য করা হয়, তেমনি ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যবর্ত্তী ঐশীশক্তির প্রভাব যাহা এ-পারে জীবের আবস্থারূপে প্রাদুর্ভূত হয় এবং ও-পারে ঈশ্বরের মায়া-রূপে প্রকটিত হয়, তাহা ছাড়িয়া দিয়া এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি বাক্য দ্বারা লক্ষিত হ'ন। এই গেল অদ্বৈতবাদীর মতানুযায়ী জীব-ব্রহ্মের ঐক্য। এখন যোগশাস্ত্রের প্রণেতা পাতঞ্জল জীবেশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখা যা'ক্।

পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে ঈশ্বর-বিষয়ে দিব্য একটি সূত্র বিন্যস্ত আছে; তাহা এই;—

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং"

ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত। "ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ" এই কথা বলিলেই হইত, তাহা না বলিয়া "ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত" এরূপ ঘুরাইয়া বলিবার তাৎপর্য্য কি? বিশেষ একটু তাৎপর্য্য আছে;—তাহা এই যে, জীবেতে সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে—ঈশ্বরেতে

সর্ব্বজ্ঞত্ব পরাকাষ্ঠা বিকসিত রহিয়াছে। "জীবেতে সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে" ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, জীব যদিচ সর্ব্বজ্ঞ নহে, তথাপি তাহার জ্ঞান সাধন-দ্বারা ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্বের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে। জীবে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ রহিয়াছে কিন্তু সে বীজের সম্যক্ বিকাশ নাই বলিয়া জীব সর্ব্বজ্ঞ নহে। ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পরিপূর্ণ বিকাশ-প্রাপ্ত বলিয়া তিনিই কেবল সর্ব্বজ্ঞ। টীকাকার ভোজরাজ ঐ সূত্রের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই ;—

"দৃষ্টা হি অণুত্বমহত্ত্বাদীনাং ধর্ম্মানাং সাতিশয়ানাং কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ" অণুত্ব মহত্ত্ব প্রভৃতি (অর্থাৎ ছোটত্ব বড়ত্ব প্রভৃতি) যে কোনো ধর্ম্মের ন্যূনাধিক্য সম্ভবে তাহারই পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি কোথাও না কোথাও দেখা যায় ; কিরূপ? না "যথা পরমাণৌ অণুত্বস্য আকাশে চ পরম মহত্ত্বস্য" যেমন পরমাণুতে অণুত্বের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি এবং আকাশে মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি। "এবং জ্ঞানাদয়োঽপি চিত্তধর্ম্মাস্তারতম্যেন পরিদৃশ্যমানা ক্বচিন্নিরতিশয়তামাপাদয়ন্তি—যত্র চৈতে নিরতিশয়াঃ স ঈশ্বরঃ।" এইরূপ জ্ঞানাদি চিত্তধর্ম্ম যাহা কোথাও বা অল্প পরিমাণে, কোথাও বা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহা অবশ্য কোথাও না কোথাও পরাকাষ্ঠা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে—যাঁহাতে জ্ঞানাদি ধর্ম্ম পরাকাষ্ঠা পূর্ণতা-প্রাপ্ত তিনিই ঈশ্বর।" "ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত" ইহার অর্থ এখন বুঝা গেল ; তাহা এই যে, ঈশ্বরেতে যে জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান—জীবেতে সেই জ্ঞান বীজভাবে অবস্থিতি করিতেছে। পাতঞ্জলের এই সিদ্ধান্তটির উপরে যদি পঞ্চদশীর প্রদর্শিত ভাগত্যাগ-লক্ষণা (কি না বিবেক-পদ্ধতি analysis) প্রয়োগ করা যায় ; অর্থাৎ জীব-জ্ঞানের বীজ ভাব এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশ-ভাব, এ দুই কথার

করিয়া যদি "উভয়েরই জ্ঞান আছে" এই বৃত্তান্তটির প্রতি বদ্ধ করা যায়, তবে তাহা হইলেই দাঁড়ায় যে, জ্ঞানের সত্তা-জীবেশ্বরের ঐক্য-স্থান। পঞ্চদশী মূল সত্যের অন্বেষণে বাহির হয়ে-সম্বিৎ হইতে যাত্রারম্ভ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার খুবই বিচক্ষণতা প্রকাশ পাইয়াছে; কেননা জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই সত্যান্বেষণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী। কিন্তু তিনি কেবল-মাত্র বিবেক-পদ্ধতি (ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে process of analysis কেবল-মাত্র সেই বিবেক-পদ্ধতি) অবলম্বন করিয়া চলাতে সম্বিতের নির্গুণ একত্বে (analytic unityতে) আটক পড়িয়া আরম্ভ-স্থান হইতে এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কাণ্টের প্রদর্শিত analytic judgement এবং synthetic judgement দুয়ের প্রভেদ যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা বলিবা-মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, বিবেক পদ্ধতি অনুসারে, analysis পদ্ধতি অনুসারে, জ্ঞানে যাহা পূর্ব্ব হইতে আছে তাহাকেই কেবল মার্জ্জিত করা যাইতে পারে কিন্তু জ্ঞান-পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে না, জ্ঞানের আয়-বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। পঞ্চদশী বিবেক-পদ্ধতির জলাশয়ে সম্বিৎকে স্নান করাইয়া তাহার গাত্র-হইতে ঐশী শক্তির প্রভাব মার্জ্জন করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন :—এটা তিনি দেখেন নাই যে, সম্বিতের গাত্র হইতে অবিদ্যা মার্জ্জন করা যেমন আবশ্যক, বিদ্যা দ্বারা সম্বিতের পুষ্টি সাধন করাও তেমনি আবশ্যক। সম্বিৎকে যেমন স্নান করানো আবশ্যক, তেমনি তাহাকে আহার দান করাও আবশ্যক। মনকে এরূপ প্রবোধ দিলে চলিবে না যে, অবিদ্যা ঝাড়িয়া ফেলার নামই বিদ্যা উপার্জ্জন করা; কেননা ইহা সকলেরই জানা কথা যে, মরীচিকায় জল-ভ্রম ঘুচিয়া গেলেও—অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেও—মরীচিকা-সম্বন্ধে বিদ্যা-উপার্জ্জনের অনেক

অবশিষ্ট থাকে। মরীচিকা দেখিলেই পথিকের জল-ভ্রম হয়; কিন্তু সে যখন দৃশ্যমান জলাশয়ের নিকটে অগ্রসর হইয়া দেখে যে, কোথাও জলের নাম-গন্ধও নাই, তখন তাহার সে ভ্রম ঘুচিয়া যায়—অবিদ্যা ঘুচিয়া যায়; অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেও—মরীচিকা-বিষয়ে তাহার বিদ্যার কিছু মাত্র আয়-বৃদ্ধি হয় না। সে কেবল এইটুকু মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত যে, মরীচিকা জল নহে; তা বই—মরীচিকা যে, পদার্থটা কি, তাহা তাহার স্বপ্নের অগোচর। দৃশ্যমান জগৎ আমাদের চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হইতেছে তাহা তাহার স্বরূপগত ভাব নহে ইহা জানিতে পারা'র নামই অবিদ্যা ঘুচিয়া যাওয়া—ভ্রম ঘুচিয়া যাওয়া। আর সেই দৃশ্যমান জগতের অভ্যন্তরে ঐশীশক্তি কিরূপে কার্য্য করিতেছে তাহা জানিতে পারা'র নামই বিদ্যা। তাই আমরা বলি যে, সম্বিৎ হইতে পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা ঝাড়িয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত বিদ্যা দ্বারা তাহার পুষ্টি সাধন করা আবশ্যক। Maxmuller কৃত kant দর্শনের অনুবাদের উপক্রমণিকার এক-স্থানে এইরূপ লিখিত আছে;—

This is from one point of view the great truth of idealism, that the source of all direct knowledge is to be found in consciousness; but from another latet anguis in herba (শেষের ভাগটা latin উহার অর্থ—snake lies hidden in the herbs) অর্থাৎ বাহিরে দেখিতে ভাল কিন্তু ভিতরে মার প্যাঁচ রহিয়াছে;—সে মার প্যাঁচ কিরূপ তাহা তাহার পরেই প্রশ্নচ্ছলে ইঙ্গিত করা হইতেছে :—

Are our thoughts really so much in our power? or are we not rather in relation to them, conditioned and overruled by countless influences which have their source

in tho thought of our contemporaries and still more in that of antiquity? পাতঞ্জল বলিতেছেন and above all in that of ঈশ্বর? তিনি বলিতেছেন যে,

"স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" ঈশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও গুরু যেহেতু তিনি কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। পঞ্চদশী বলিতেছেন যে, সম্বিৎ হইতে অবিদ্যা ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে; পাতঞ্জল বলিতেছেন যে, তদ্ব্যতীত সম্বিৎকে বিদ্যা-দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে হইবে; এবং তাহার প্রকৃষ্ট উপায় ঈশ্বর-প্রণিধান। টীকাকার ভোজরাজ "ঈশ্বর প্রণিধান" কথাটির তাৎপর্য্য যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই;—ঈশ্বর-প্রণিধান কি? না "তত্র ভক্তি বিশেষঃ" ঈশ্বরেতে বিশিষ্টরূপ ভক্তি। "বিশিষ্টমুপাসনং" বিশিষ্টরূপ উপাসনা "সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং" তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মের সমর্পণ। "বিষয়-সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরৌ অর্পয়তি" বিষয়-সুখাদি ফল ইচ্ছা না করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সেই পরম গুরুর প্রতি নিবেদন করিয়া দেওয়া" "তৎপ্রণিধানং" ইহারই নাম প্রণিধান। পঞ্চদশী ঐশীশক্তির প্রভাবকে মিথ্যা মায়া-বোধে সম্বিৎ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে বলেন; পাতঞ্জল তাহা বলেন না;—পাতঞ্জল পরম গুরু পরমেশ্বরের মঙ্গলময়ী শক্তির প্রভাবে পরিগঠিত হইয়া আত্ম-শক্তি উপার্জ্জন করিতে বলেন—প্রকৃতির উপরে কর্ত্তৃত্ব উপার্জ্জন করিতে বলেন। সাংখ্যমত এবং অদ্বৈত মতের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই স্থানটিতে। অদ্বৈত-বাদী প্রকৃতি হইতে চক্ষু ফিরাইয়া প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তি-লাভ করিবার পরামর্শ দে'ন। সাংখ্য বলেন যে, প্রকৃতির অধীনতা হইতে যদি মুক্তি পাইতে ইচ্ছা কর তবে প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞানে আয়ত্ত কর। বাহিরের দুর্দান্ত প্রকৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর এত পোষ মানিল কিসে? ঊনবিংশ শতাব্দী

সাংখ্যের ঐ বচনটি শিরোধার্য্য করাতে। ঊনবিংশ শতাব্দী যদি সেশ্বর-সাংখ্য পাতঞ্জলের বচন শিরোধার্য্য করিয়া পরমগুরু পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিত, তবে অন্তরের প্রকৃতিও ঐরূপই তাহার পোষ মানিত। সেশ্বর-সাংখ্য পাতঞ্জল বলেন যে, ঈশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও গুরু; তিনি আবহমান কাল মনুষ্যমণ্ডলীকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন বলিয়া তাহারই গুণে মনুষ্য জ্ঞানী হইয়াছে; নহিলে, শুধু কেবল সম্বিৎ মাজাঘসা করিয়া কেহই বিদ্যা-উপার্জ্জনেও সমর্থ হয় না—প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তি-লাভেও সমর্থ হয় না। পঞ্চদশীর গ্রন্থকারকে যদি তাঁহার দশ বৎসর বয়সে হিংস্রজন্তুরহিত, নানা সুখাদ্য ফল-বৃক্ষ শোভিত, একটি জনশূন্য উপ-দ্বীপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার সম্বিৎ এখনো যাহা তখনও তাহাই থাকিত কিন্তু তাহা হইলে তিনি পঞ্চদশী প্রণয়ন করিতে পারিতেন না। তাহা হইলে তাঁহার সম্বিৎ সম্বিৎ-মাত্রই থাকিয়া যাইত—জীবেশ্বরের ঐক্যস্থান মাত্রই থাকিয়া যাইত - তথা হইতে তিনি একপদও জ্ঞান-পথে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। অতএব সম্বিৎকে যেমন মাজিয়া ঘসিয়া অবিদ্যা হইতে নির্ম্মুক্ত করা আবশ্যক—তেমনি তাহাকে ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত জনসমাজের সাধুসঙ্গের প্রভাব দ্বারা, ঈশ্বরানুগৃহীত পুরাতন আচার্য্যদিগের উপদেশ দ্বারা এবং ঈশ্বরের উপাসনা-লব্ধ প্রসাদ-সম্বল দ্বারা পরিপুষ্ট করা আবশ্যক। জ্ঞানের পরিশোধন যেমন আবশ্যক—পরিবর্দ্ধনও তেমনি আবশ্যক। শাস্ত্রের মতামত সংক্ষেপে বলিলাম; এখন তৎ তৎ বিষয়ে আমার বুদ্ধিতে আমি যাহা বুঝি তাহা দ্রুত গতি বলিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করি। কেন না, আমার কাণের কাছে আমার সম্বিৎ ক্রমাগত ফুসলাইতেছে

"গতা বহুতরা ভ্রাতঃ স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী।"

জীবেশ্বরের মধ্যে পাতঞ্জলের প্রদর্শিত গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ হইতে

যাত্রারম্ভ করাই আমি শ্রেয় বিবেচনা করিতেছি। গুরু যখন শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ করেন, তখন তিনি দেয়ালকে জ্ঞানোপদেশ করেন না—আপনারই মতন একজন জ্ঞানবান্ মনুষ্যকে জ্ঞানোপদেশ করেন। মনে কর যেন রসায়ণ-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য শিষ্য গুরুর নিকটে গমন করিলেন। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা গুরুও যেমন জানেন শিষ্যও তেমনি জানেন। গুরু এবং শিষ্য উভয়েই জানেন যে, জল তরল-পদার্থ। এই গোড়ার বিষয়টিতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই জ্ঞানের ঐক্য রহিয়াছে। কিন্তু এই গোড়ার ঐক্য স্বতন্ত্র, আর, শেষের ঐক্য স্বতন্ত্র। গোড়ার ঐক্য শিষ্যের যাত্রারম্ভ স্থান—শেষের ঐক্য শিষ্যের গম্য-স্থান। জলের মূল উপাদান সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব গুরু যেরূপ জানিতেছেন, শিষ্য যখন তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া সেইরূপ জানিবেন, তখন গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে ইতিপূর্ব্বোক্ত গোড়ার ঐক্য ব্যতীত নূতনতর আর এক প্রকার ঐক্য আবির্ভূত হইবে। ইহাকেই আমি বলিতেছি শেষের ঐক্য। জল তরল পদার্থ এ বিষয়ে গুরুশিষ্যের জ্ঞানের ঐক্য পূর্ব্ব-হইতেই আছে; কিন্তু জলের মূল উপাদান অম্লজন এবং উদজন বায়ু; সেই দুই বায়ু উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে তাড়িত সঞ্চার করিলে জল উৎপন্ন হয়; ইত্যাদি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-বিষয়ে গুরু-শিষ্যের জ্ঞানের ঐক্য পূর্ব্বে ছিল না—শিক্ষার পরিচালনা-দ্বারা তাহা নূতন আবির্ভূত হইল। এই শেষের ঐক্যই সাধনের বিষয়। গোড়ার ঐক্য সাধনের পূর্ব্ব হইতেই আছে। গোড়ার ঐক্য হইতে সাধক যাত্রারম্ভ করেন, এবং সাধন-দ্বারা শেষের ঐক্যে উপনীত হ'ন। যদি গুরুকে বলা যায় যে, তুমি তোমার বেশী জ্ঞান ছাড়িয়া দেও, আর, শিষ্যকে বলা যায় যে, তুমি তোমার বেশী জানিবার ইচ্ছা ছাড়িয়া দেও; আর, সেইরূপ রফার প্রস্তাবে যদি উভয়েই

সম্মত হ'ন ; তবে গোড়ার ঐক্য যাহা উভয়ের মধ্যে গোড়া হইতেই আছে, তাহাই থাকিয়া যায়—শেষের ঐক্য অনেক হাত জলের নিচে পড়িয়া যায়। গোড়া'র ঐক্যের নিজের বেশী কোনো মূল্য নাই। গোড়ার ঐক্যস্থানটির তখনই সার্থকতা হয় যখন শিষ্যের জ্ঞান সেইখান-হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া গুরুর উন্নত জ্ঞানের সহিত উত্তরোত্তর ক্রমশই ঘনিষ্ট ঐক্য-সূত্রে নিবদ্ধ হইতে থাকে। গুরু যদি একজন সামান্য পাঠশালার গুরু মহাশয় হ'ন, তবে শিষ্য হয় তো পাঁচ বৎসরের মধ্যেই গুরুর সমস্ত বিদ্যা আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। পক্ষান্তরে গুরু যদি একজন দেশবিখ্যাত মহা-পণ্ডিত হ'ন, তবে শিষ্য হয় তো ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার সেবা সুশ্রূষা করিলেও তাঁহার বিদ্যার তল আঁকড়িয়া পা'ন না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গুরু যেখানে অসীম মহান্ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, শিষ্য সেখানে কোনো নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যেই গুরুর জ্ঞান আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার সহিত সমান হইতে পারিবেন না। মনুষ্য-মণ্ডলী ৩০।৪০ হাজার বৎসর ধরিয়া এই যে রাশি রাশি বিদ্যাধন নগর পল্লীর পুস্তকালয়ে স্তূপাকরি করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে—তাহা সর্ব্বজ্ঞত্ব-ভাণ্ডারের এক কোণের একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণারও যোগ্য নহে। গোড়া'র ঐক্য সমস্ত জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে আছে ; প্রস্তর পাষাণ এবং উদ্ভিদের মধ্যে আছে ; উদ্ভিদ্ এবং জীবের মধ্যে আছে ; জীবজন্তু এবং মনুষ্যের মধ্যে আছে ; মনুষ্য এবং দেবতাদিগের মধ্যে আছে ; দেব মনুষ্য পশু পক্ষী তরুলতা প্রস্তর পাষাণ এবং স্বয়ং ঈশ্বর —সকলেরই মধ্যে আছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না,—কেননা সমস্ত জগৎ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু মনুষ্য অনন্তকাল জ্ঞান শিক্ষা করিয়া সর্ব্বজ্ঞ, এবং শক্তি উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্, না হইলে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের শেষের

ঐক্য সংস্থাপিত হইতে পারে না। সম্বিৎরূপী জ্ঞান-জ্যোতি জীবেশ্বরের এবং সমস্ত জ্ঞানবান্ জীবের গোড়ার ঐক্য-স্থান ইহা আমি পঞ্চদশীর গ্রন্থকারের সহিত একবাক্যে স্বীকার করিতেছি; কিন্তু তাহার সঙ্গে আমি এই আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না যে, সেই গোড়ার ঐক্যস্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া ঈশ্বরের মহান্ গম্ভীর জ্ঞান প্রেম এবং ইচ্ছার সহিত আমাদের জ্ঞান প্রেম এবং ইচ্ছার ঐক্য ক্রমশই ঘনীভূত করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সহযাত্রীদিগের সহিত ঐক্য ঘনীভূত করিতে হইবে। আমাকে যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী, তবে তাহার উত্তরে আমি এই বলিব যে, প্রথমতঃ জীবেশ্বরের মধ্যে গোড়ার ঐক্য সর্ব্বাবস্থাতেই অটল রহিয়াছে এবং অটল থাকিবে—এ বিষয়ে আমি অদ্বৈতবাদী। দ্বিতীয়তঃ জীবেশ্বরের মধ্যে শেষের ঐক্য কস্মিন্‌কালেও ছিল না—এখনও নাই—এবং ভবিষ্যতেও সংঘটনীয় নহে; কেন না কোনো জীবই সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ছিল না, হয় নাই, হইবে না। এই বিষয়ে আমি দ্বৈতবাদী। তৃতীয়তঃ প্রত্যেক জ্ঞানবান্ জীবের অন্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানন্দের বীজ যাহা নিহিত আছে, তাহাই জীবেশ্বরের গোড়া'র ঐক্যস্থান;—ঈশ্বরোপাসনারূপ ক্ষেত্রকর্ষণে এবং ঈশ্বরের প্রসাদ-রূপ বারি-বর্ষণে সেই বীজ উত্তরোত্তর ক্রমে বিকাশ পাইতে থাকে;—যতই বিকাশ পায়, সাধক ততই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য—জ্ঞানে উপলব্ধি করে—প্রেমে উপভোগ করে, এবং যত্নে আত্মসাৎ করিয়া ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হয়। এইরূপে গোড়ার ঐক্য হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া সাধক ঈশ্বরের সহিত গাঢ়-হইতে গাঢ়তর ঐক্য-বন্ধনের দিকে অগ্রসর হয়—উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে সমুত্থান করে—গভীর হইতে গভীরতর অন্তরে নিমগ্ন হয়। এই বিষয়ে

আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। ইহার উপরে যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ঈশ্বর জীবকে আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন করিয়া না রাখিয়া কি জন্য সংসারে প্রেরণ করিলেন, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, জীবেশ্বরের মধ্যে জ্ঞানের বিম্বপ্রতিবিম্ব এবং প্রেমের আদান প্রদানই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌কৃত না হইলে কে ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর-ক্রমে জ্ঞানে উপলব্ধি করিবে, প্রেমে উপভোগ করিবে, এবং যত্নে উপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হইবে ? এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টিকে জড়-দ্বারা একমেটে করিলেন, এবং জীব চৈতন্য-দ্বারা দোমেটে করিলেন। জীব-ব্যতিরেকে অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার শ্রীসৌন্দর্য্য থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি—তাহা থাকা না থাকা দুইই অবিকল সমান। অতএব অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতা দ্বৈতবাদের বাদ-বিতণ্ডা বাদে আমার মতের সারাংশ কি যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তাহা সংক্ষেপে এইঃ—

নিত্য সত্য পরমাত্মা ব্রহ্ম অদ্বিতীয়।
জ্ঞানে দৃশ্য, প্রেমে ভোগ্য, যত্নে লভনীয়॥
তাঁহারে পূজিয়া, জীব, হৃদে করি ধ্যান,
সাধিয়া তাঁহার কার্য্য, লভয়ে কল্যাণ॥

পরিশিষ্ট।

আমার বক্তৃতা পাঠের অন্তে সুবিদ্বান শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এরূপ কঠিন বিষয়ে অবলীলা-ক্রমে যেরূপ সুস্পষ্ট বচনে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমি এবং আমার ন্যায় অনেকেই তাঁহার বিশিষ্টরূপ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে, তিনি আমার বক্তৃতার কয়েকটি স্থানে যে-সব সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন—সংক্ষেপে তাহা নিরাস করা আমি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি।

আমি যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছি যে, নির্গুণ একত্ব সাধকের প্রয়াণ-স্থান এবং সগুণ একত্ব সাধকের গম্যস্থান, তাহার কোনো উল্লেখ না করিয়া হীরেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা নির্গুণ একত্বকেই গম্যস্থান বলিয়াছেন—প্রয়াণ স্থান বলেন নাই, আর, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা বিনা-তর্কে শিরোধার্য্য করা কর্ত্তব্য। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যেরূপ তীব্রভাবে মহামুনি কপিলের মত তন্ন তন্ন করিয়া যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন, আর, তেমনিই প্রবল যুক্তি দ্বারা সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র-ভাষ্যে অদ্বৈতবাদের মূলে যেরূপ কুঠার আঘাত করা হইয়াছে, তাহা জানিলে হীরেন্দ্র বাবু এরূপ কথা বলিতে কখনই সাহস করিতেন না যে, পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের কৃত দার্শনিক আলোচনায় যুক্তির কোনো হস্ত ছিল না, আর, সেই কারণে তাহা বর্ত্তমান কালে যুক্তি দ্বারা বিচার করিবার বস্তু নহে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আমাদের দেশের যেমন পরম পূজ্য, মহামুনি কপিল ততোধিক; তাহা সত্ত্বেও সাংখ্য মত এবং অদ্বৈত মত কিরূপ তীক্ষ্ণ যুক্তি-অস্ত্র দ্বারা পরস্পর কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে—শারীরক ভাষ্যে এবং সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র-ভাষ্যে অনুসন্ধান করিলেই হীরেন্দ্র বাবু তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতে

পারেন। তা ছাড়া—মীমাংসা-দর্শনকার একথা বলিতে ছাড়েন নাই যে, "যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।"

আমি আমার বক্তৃতায় সুস্পষ্ট যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছি যে, অদ্বৈত-বাদীরা জীবেশ্বরের নির্গুণ একত্বকে সাধনের প্রয়াণ-স্থান বলিলেই ঠিক হইত ;—গম্য স্থান বলিয়াছেন বলিয়াই আমি তাঁহাদের সে কথায় সায় দিতে পারি না—কেন পারি না তাহার কারণও স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়াছি। হীরেন্দ্র বাবু তাহার পরে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মে সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত কোনো প্রকার ভেদ নাই—আমিও তাহাই বলি ; সুতরাং এবিষয়ে হীরেন্দ্র বাবুর সহিত আমার বিন্দু মাত্রও মতভেদ নাই। হীরেন্দ্র বাবু শাস্ত্রোক্ত এ কথাটি অবশ্য মান্য করেন যে, শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে ভেদ থাকিয়াও ভেদ নাই, আর, সেই সঙ্গে ইহাও বোধ হয় তিনি জানেন যে, ভেদ থাকিয়াও ভেদ নাই—এ কথাটি বাক্যে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিয়া বুঝানো যায় না বলিয়া শাস্ত্রকারেরা শক্তির নাম দিয়াছেন "অব্যপদেশ্য"। অব্যপদেশ্যের একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিতেছি ;—একটা কাচের পাত্রে তেল আর জল একত্রে স্থাপন করিলে উভয়ের সন্ধিস্থলে একটি চক্রাকৃতি রেখা সকলেরই প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। কিন্তু সে রেখাটিকে জল-রেখা বলিব না তৈলরেখা বলিব ? তেলের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা জল-রেখা নহে—তৈল রেখা ; জলের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা তৈল রেখা নহে—জল-রেখা ; কোন্ কথা ঠিক্ ? চক্রাকৃতি রেখাটি যেমন তেল আর জলের মধ্যবর্ত্তী, কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি তেমনি কার্য্য এবং কারণের মধ্যবর্ত্তী, এই জন্য তাহা কারণের সহিত অভিন্ন হইয়াও কারণ হইতে ভিন্ন। অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন—এ কথাটা মুখে বলিবার সময় স্ববিরোধী (suicidal) শুনায় অথচ উহার ভিতরে সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া শাস্ত্রকারেরা শক্তিকে অব্যপদেশ্য বলিয়াছেন—"অব্যপদেশ্য".

অর্থাৎ যাহা বলিয়া বুঝানো যায় না। অতএব ব্রহ্মেতে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাঁহাতে ভেদ আরোপিত হয় না, কেননা শক্তি-শক্তিমানের মধ্যে কার্য্যের দিক্ দিয়া দেখিলে যেমন বিভেদ, কারণের দিক্ দিয়া দেখিলে তেমনি অভেদ। "শক্তি শক্তিমতো রভেদঃ"।

আমি বলি এইযে, ঈশ্বর অখণ্ড অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভেদ-বর্জ্জিত এটা যেমন সত্য—সেই সঙ্গে এটাও তেমনি সত্য যে, ভেদ প্রকটন করিবার শক্তি ঈশ্বরেতে আছে। ঈশ্বরের সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তি-কেই অদ্বৈতবাদীরা মায়া বলেন, এবং কি অর্থে মায়া বলেন তাহা আমি বলিয়াছি—magical power এই অর্থে। অভেদ হইতে ভেদ উৎপন্ন করিবার শক্তি ঈশ্বরের আছে ইহার প্রমাণ দৃশ্যমান জগৎ এবং সমুদায় শাস্ত্র। ঈশ্বর হইতে ঈশ্বরের শক্তি বাদ দিলে ঈশ্ব-রের ঈশ্বরত্ব বিলোপ করা হয় এটা আমার নিজের ঘর-গড়া কথা নহে—এ কথা দর্শন পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্ত্রই এক-বাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্যে আছে "ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিদ্ধতি, শক্তি-রহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ" শক্তি বিনা পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না—যেহেতু শক্তি রহিত ঈশ্বরের প্রবৃত্তি অসম্ভব। তন্ত্রে তো স্পষ্টই রহিয়াছে যে,

"শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ।
শক্তিযুক্তো যদা দেবি শিবোহহং সর্ব্বকামদঃ॥"

হে মহেশানি! শক্তি বিনা আমি শব-রূপী, যখন শক্তি যুক্ত হই তখনই আমি সর্ব্বকামপ্রদ শিব। শক্তি-হীন শিব যদি শব হইতে পারেন তবে কবিতা-শক্তি এবং মূর্খতা উভয়-বিহীন কালিদাস যে খালিদাস হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সেই সঙ্গে আমি এ কথাও বলিতে পারিতাম যে, ধী-শক্তি-বিহীন সংবিৎ সম্বিৎই নহে—

তাহা সম্বিতের সং-মাত্র। হীরেন্দ্র বাবু matter এবং motion উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রের মতানুসারে motion পুরুষ, matter প্রকৃতি; কিন্তু এ যাবৎ আমি motion অর্থে অথবা force-অর্থে পুরুষ শব্দের প্রয়োগ কোনো শাস্ত্রে কোথাও দেখি নাই। আমি যতদূর শাস্ত্রের ভাব জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারিয়াছি তাহাতে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, matter এবং motion রজোগুণ এবং তমোগুণেরই প্রতিরূপ। উভয়ই প্রকৃতির অঙ্গ; তা বই কোনো শাস্ত্রের মতেই পুরুষ matter এবং motion এর শ্রেণীভুক্ত নহে। হীরেন্দ্র বাবু পুরুষ এবং প্রকৃতির synthesisকে ব্রহ্ম বলেন কিন্তু শাঙ্কর ভাষ্যে বিষয়ী এবং বিষয়ের—আত্মা এবং জড়ের synthesis অধ্যাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে, আর, অধ্যাসই অবিদ্যা এবং ভ্রমের অধিষ্ঠান-বলিয়া উক্ত হইয়াছে; শারীরক সূত্রভাষ্যের উপক্রমণিকা দেখিলেই তিনি আমার এই কথাটির তাৎপর্য্য অবগত হইবেন। সাংখ্য দর্শনের সৃষ্টি-প্রকরণে 'আকৃতি', এবং সাধন-প্রকরণে উপরঞ্জন, প্রকৃতি এবং পুরুষের synthesis বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বেদান্তের অধ্যাস এবং সাংখ্যের উপরঞ্জন যদিচ বিভিন্ন অর্থ-জ্ঞাপক কিন্তু দুইই synthesis—আত্মানাত্মার synthesis, আর, দুইই বিবেক (analysis) দ্বারা প্রতিহন্তব্য। সকল শাস্ত্রেই বলে পুরুষ matter এবং motion-এর অধ্যক্ষ; তা বই, ব্রহ্ম পুরুষ এবং প্রকৃতির systhesis এ ভাবের কথা কোনো শাস্ত্রে ঘুণাক্ষরেও দৃষ্ট হয় না—বরং উপনিষদে স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে যে, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" synthesis যদি বলিতে হয়, তবে শাস্ত্রের মতানুসারে প্রকৃতি সত্ত্ব রজো এবং তমো গুণের synthesis। সত্ত্ব রজো এবং তমোগুণকে enlightenment, motion এবং matter বলিয়া গ্রহণ করিলে শাস্ত্রের মর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে অব্যাহত থাকে। কিন্তু শাস্ত্রীয়

বচনের এরূপ মুচড়াইয়া অর্থ করিবার বিশেষ কোনো আবশ্যকতা নাই।

হীরেন্দ্র বাবু একটি কথা যাহা বলিয়াছেন যে, পাতঞ্জলের মতে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই যোগের চরম লক্ষ্য—এ কথা সত্য। কিন্তু সে চরম কথাটি কৈবল্য এবং মুক্তি বিষয়ের কথা। মুক্তি বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না লিখিয়া সে কথার মীমাংসা সংক্ষেপে হইতে পারে না। যোগ-শাস্ত্রের মতানুসারে সাধন-দ্বারা জীব যখন প্রকৃতিকে সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হয়, তখন প্রকৃতি আপনা হইতেই অবসৃত হয়—প্রকৃতি অবসৃত হইলে জীব কৈবল্য লাভ করে। কিন্তু সচরাচর সকল লোকের এবং আমারও এটা ধ্রুব বিশ্বাস যে, জীব কখনও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না; আর সর্ব্বজ্ঞ হইলেই যে প্রকৃতির সহিত যোগচ্যুত হইতে হইবে তাহারও কোনো কারণ দেখা যায় না—কেন না ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অথচ তিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা এবং নিয়ন্তা। এ-সকল কৈবল্য-সম্বন্ধীয় কথার উপরে আমার অনেক কথা বলিবার আছে—অপ্রাসঙ্গিকতা এবং বাহুল্য ভয়ে আমি সে-সকল কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা শ্রেয় বোধ করি নাই। হীরেন্দ্রনাথ বাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন সেই সকল কথার ভিতরে তিনি যদি ভাল করিয়া আর একটু তলাইয়া দেখিতেন তাহা হইলে তিনি আমার সহিত অতটা মত-ভেদ প্রকাশ করিতেন না; সত্য-সত্যই যেখানে মত-ভেদ আছে সেই স্থানে আমি যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি তাহার সত্যাসত্য বিচার করিতেন।

মহামান্য সভাপতি মহাশয় (শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) সর্ব্বশেষে একটি অতি গুরুতর কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তাহা এই যে, ঈশ্বরেতে সৃষ্টি পূর্ব্বে বিলীন ছিল এটা যখন স্থির, তখন পরেও বিলীন হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য

এই যে, খ্রীষ্টানদিগের বাইবেলের মতে একবার মাত্র সৃষ্টি হইয়াছিল এবং একবাব মাত্র প্রলয় ভবিতব্য, কিন্তু আমাদের দেশীয় শাস্ত্রকার-দিগের মতানুসারে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ভূয়োভূয় হইয়াছে এবং ভূয়োভূয় হইবে। আমরা যখন ইতিহাস-গ্রন্থে কোনো মনুষ্যের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করি, তখন তাহাতে তাঁহার নিদ্রাকালের কোনো কথার উল্লেখ নাই বলিয়া আমরা গ্রন্থকারকে দোষ দিই না। গ্রন্থকাব যে কারণে প্রসঙ্গিত ব্যক্তির নিদ্রাবস্থাব কোনো বৃত্তান্ত উল্লেখ করেন না, আমিও সেই কারণে জগতের প্রলযের কোনো কথা উল্লেখ করি নাই। গুরু-দাস বাবু যদি আমাকে বলেন যে, তাঁহার একজন শিষ্যের দিন দিন জ্ঞানোন্নতি হইতেছে, আর, তাহার প্রত্যুত্তরে আমি যদি তাঁহাকে বলি যে, প্রতি রাত্রিতে যে ব্যক্তি শিশুর ন্যায় অজ্ঞান হইয়া নিদ্রা যায়, তাহার আবার জ্ঞানোন্নতি কিরূপ? তবে, এ কথা শুনিয়া গুরুদাস বাবু হাস্য করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিদ্রা কিছু আর জীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে—নিদ্রা কেবল জাগ্রৎকালের চেতনকে শানিত করিবার জন্যই হইয়াছে। সৃষ্টির উপকারের জন্য প্রলয় হইয়াছে, প্রলয়ের উদর-পূরণের জন্য সৃষ্টি হয় নাই। যদি নিদ্রা জীবের চরম উদ্দেশ্য হইত, তবে মাতৃগর্ভের অন্ধকার হইতে বাহিব হইবার তাহার কোনো আবশ্যকতা ছিল না। প্রলয় সমস্ত জগতের নিদ্রা—সেই নিদ্রা-হইতে (ঈশ্বরের আরোগ্যদায়ী সর্ব্বমঙ্গলাকব মাতৃ-ক্রোড় হইতে) জগৎ যখন নবীভূত হইয়া গাত্রো-খান করে, তখন জগৎ পূর্ব্বার্জ্জিত উন্নতি হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার উন্নতি-পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকে;—কোনো কালেই উন্নতি-প্রবাহের তানভঙ্গ হয় না। নিদ্রাও বালকের শ্রমা-র্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধি হরণ করে—আর, ধোপাও গৃহস্থের বহুমূল্য বস্ত্র সকল মোট বাঁধিয়া লইয়া যায়; ধোপাও বস্ত্র-গুলা পরিষ্কৃত করিয়া

ফিরাইয়া দেয়, নিদ্রাও বিদ্যা বুদ্ধিকে নবীভূত করিয়া ফিরাইয়া দেয়। নিদ্রাও বালকের উন্নতির বিঘ্নকারী নহে—প্রলয়ও জগতের উন্নতির বিঘ্নকারী নহে; প্রত্যুত দুইই উন্নতির পরম সহায়। অতএব শ্রদ্ধেয় গুরুদাস বাবু এই যে বলিয়াছেন—যে, জগৎ ঈশ্বরে বিলীন হওয়া অথবা (যাহা একই কথা) জগতের প্রলয় উপস্থিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে, সে কথাটা সত্য হইলেও তাহা আমার অভিপ্রেত চিরোন্নতি-বাদের অনুকূল বই প্রতিকূল নহে।

গুরুদাস বাবু আমার একটি কথার অতীব একটি পরিষ্কার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন—তজ্জন্য তাঁহাকে আমি ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিয়াছি যে, দৃশ্যমান জগৎ চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হয়—স্বরূপতঃ তাহা সেরূপ নহে, কেবল এই কথাটি জানিলে অবিদ্যা ঘুচিয়া যায় বটে কিন্তু বিদ্যার আয়-বৃদ্ধি হয় না। আমরা সকলেই পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি যে, দেয়াল আমাদের চক্ষে যেরূপ স্থূল পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক তাহা সেরূপ নহে; সে বিষয়ে আমাদের সকলেরই অবিদ্যা অনেক-কাল ঘুচিয়া গিয়াছে; কিন্তু দেয়ালের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক শক্তি কিরূপে কার্য্য করিতেছে সে বিদ্যা আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই আছে। সেই সকল বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কত যে আশ্চর্য্য তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, তাহার উদাহরণ-স্বরূপে গুরুদাস বাবু বলিলেন যে, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া-ছেন—বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বিশেষের গুণে দেয়ালের ন্যায় দৃষ্টি-রোধী বস্তু কাচের ন্যায় স্বচ্ছ মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহা ব্যতীত অধুনাতন কালে মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধেও বিদ্যার যে কত উন্নতি হইতেছে—তাহার দৃষ্টান্ত স্থলে হীরেন্দ্র বাবু Hypnotism এর উল্লেখ করিয়াছিলেন। Hypnotism যে সবই সত তাহা নহে, আর

তাহার মধ্যে সত্য কিছুই নাই তাহাও নহে ;—Hypnotism সম্বন্ধে এক্ষণে বিজ্ঞান-মহলে পরীক্ষা চলিতেছে—চরম সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। যাহাই হউক্—suggestion প্রভৃতি মানসিক শক্তির কার্য্য-কারিতা জানিতে পারিলে তাহাতে বিদ্যার আয় বৃদ্ধি হয়, এ কথা আমিও অস্বীকার করি নাই—আর, কেহ যে অস্বীকার করিবেন তাহার সম্ভাবনাও নাই। আমি উল্টা আরো এই কথা বলি যে, মিথ্যা মায়া বোধে জগৎকে তুচ্ছ না করিয়া জগতের মধ্যে মানসিক এবং ভৌতিক প্রকৃতি, এক কথায়—ঐশী শক্তি, কিরূপ কার্য্য করিতেছে তাহা জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানের আয়-বৃদ্ধি করা অতীব আবশ্যক। অর্থাৎ Hypnotism এর মধ্যে কিরূপ সত্য আছে তাহা জানাও আবশ্যক, আর, আলোক-তত্ত্বের মধ্যে কিরূপ সত্য আছে তাহা জানাও আবশ্যক—মায়া-বোধে কাহাকেও অগ্রাহ্য করা উচিত নহে।

আমার বক্তব্য অনেক কথা আমি সাঁটেসোঁটে বলিয়াছি, আপনারাও তাহা সাঁটেসোঁটে বুঝিয়া লইবেন—ইংরাজিতে প্রবাদই আছে a word to the wise is sufficient বিজ্ঞজনের প্রতি এক কথাই যথেষ্ট।